চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 December, 2019 ■ আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১৩ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

বাল্য বিবাহ রুখে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। বাল্য বিবাহ চাইল্ড লাইনের কর্মীরা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। বামুটিয়ায় এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চাইল্ড লাইনের কাউনসিলার সুতপা হোম চৌধুরী জানান, কোলকাতার চাইল্ড লাইনের মূল কেন্দ্র থেকে তাদের কাছে খবর আসে বামুটিয়ায় এক নাবালিকার বিয়ে হয়েছে। সে অনুযায়ী এয়ারপোর্ট থানায় পুলিশকে নিয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা সেখানে হানা দিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করেন। নাবালিকাটি ভালোবেসে এক যুবকের হাত ধরে তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল বলে জানা গেছে।

রেগার কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলামজ্য, ২৯ ডিসেম্বর।। রেগার কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয় এক ষাটোর্ধ বৃদ্ধের। তার নাম মালেক মিয়া। বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ অমরেন্দ্রনগর থানাধীন প্রমোদনগর এক নং ওয়ার্ড। ঘটনাটি ঘটে রবিবার সকালে।প্রমোদনগর এলাকায় তিনদিন ধরে কাজ চলছে, আজ কাজ চলাকালিন সময়ে হঠাৎই তার শরীর খারাপ লাগে বলে একটি খালি জায়গায় গিয়ে বসে। এমন সময় তার দেহটি মাটিতে লোটিয়ে পরে। যারা রেগার কাজ করছেন সকলে এসে তার মাথায় জল দিতে শুরু করে। মালেক মিয়ার কথা বন্ধ হয়ে যায়,শ্বাস নিচ্ছে না দেখে খবর দেওয়া হয় তার পরিবারে ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুতে রেগার শ্রমিক ও গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে বলে খবর। শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে বলে এলাকাবাসীর দাবি। সরকারী ভাবে আর্থি সহায়তা প্রদানেরও দবী উঠেছে এলাকায়।

হেমন্তের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়ে উঠল বিরোধী ঐক্যের মিলনস্থল

রাঁচি, ২৯ ডিসেম্বর।। ঝাড়খণ্ডের নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রবিবার শপথ নিলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা নেতা হেমন্ত সোরেন। সেই শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরেই পড়শি রাজ্যে পৌঁছে যান মমতা। রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ঝাড়খণ্ডের ভাবি মুখ্যমন্ত্রী। মমতার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নেন তিনি। প্রত্যাশা মতোই হেমন্তের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়ে উঠল বিরোধী ঐক্যের এক মিলনস্থল। উপস্থিত থাকলেন রাহুল গান্ধী, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা, অশোক গেহলট, স্ট্যালিন, কমলনাথ, তেজস্বী যাদব, শরদ যাদব প্রমুখ।

হেমন্ত সোরেনের শপথ অনুষ্ঠান যেন বিরোধী ঐক্যের মঞ্চ হয়ে উঠল। গেরুয়া শিবিরের দাপটকে রুখে দিয়েছে হেমন্ত সোরেন নেতৃত্বাধীন জেএমএম-কংগ্রেস ও আরজেডি জোট। রাঁচির মোহরাবাদী মাঠে আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডের

ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মমতা ব্যানার্জী, রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্য দলের নেতারা।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ভূমিপুত্র হেমন্ত সোরেন।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছে বিজেপি। গত বারের চেয়ে তাদের ১২টি আসন কমেছে। জামশেদপুর-পূর্বে হেরেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসও। ২৫টি আসনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বিজেপিকে। সেখানে বিরোধী জোটে জেএমএম ৩০টি, কংগ্রেস ১৬টি এবং আরজেডি ১টি আসন পেয়েছে। দেশজুড়ে নয়া নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে আন্দোলন-বিক্ষোভের আবহে ঝাড়খণ্ডের এই জয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও বিরোধী ঐক্যে ফাটলের সুযোগ নিয়ে নাগরিকত্ব বিলকে রাজ্যসভায় পাশ করিয়ে নিতে পেরেছিল বিজেপি। কিন্তু নাগরিকত্ব সংশোধনী বিরোধী প্রবল হাওয়ার মধ্যে দেশের বিজেপি-বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ ছবি তুলে ধরতে মরিয়া বিরোধী দলগুলি। হেমন্ত সোরেনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বিজেপি-বিরোধী দলগুলির কাছে কার্যত সেই সুযোগ করে দিয়েছিল। বাস্তবেও তাই ঘটল।

শনিবার রাতেই হেমন্ত সোরেনের দফতর থেকে রবিবারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। যেই তালিকায় নাম আছে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের। কিন্তু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল থেকে চলবে না অবৈধ টমটম, চালক ও মালিকরা আন্দোলনের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ২০২০ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে রাজ্যের রাজপথে কাগজ পত্র বিহীন অর্থাৎ অবৈধ টমটম চলবে না। আদালতের এই রায়ের ফলে টমটম চালকরা অসহায় হয়ে পরে। বিশেষ করে কৈলাসহরে প্রায় এক হাজার টমটম রয়েছে। এরমধ্যে আশিভাগ টমটমেরই কাগজ নেই। কারণ টমটম চালকরা টমটম ক্রয় করার সময় টমটম দোকানের মালিকরা আজ অব্দী কোন কাগজ পত্র দেয়নি। যার ফলে টমটম চালকরা অসহায় হয়ে পড়েছে। কি করবে উনারা ভেবে পাচ্ছেন না।

তাই আজ কৈলাসহরের সমস্ত টমটম চালক এবং মালিকরা কৈলাসহর কলেজ স্টেডিয়ামে এক বৈঠকে বসে আগামীদিনের আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে। বৈঠকে একাংশ চালকরা দাবি রেখেছিল শাসক দলের নেতাদের নিয়ে আন্দোলন করার জন্য। আবার একাংশ চালকরা দাবি রেখেছিল শহরের সিপিএম দলের বিধায়ক মবস্বর আলিকে নিয়ে আন্দোলন করার জন্য। কিন্তু অর্ধেকেরও বেশি চালক এবং মলিকরা এর বিরোধিতা করে। পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত হয় কৈলাসহরের প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিত সিন্হাকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করা হবে।

একপর বৈঠক থেকেই টমটম চালকরা বীরজিত সিন্হার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে বীরজিত সিন্হা জানায় যে, টমটম চালকদের জন্য যেকোন আন্দোলনেই উনি রাজি রয়েছেন। এছাড়া কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক যান সন্ত্রাসে নিহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ চড়িলাম, ২৯ ডিসেম্বর।। আবারও জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম শ্যামল সাহা, ঘটনা রবিবার বিকাল ৪ টা নাগাদ। সংবাদে জানা যায়, টিআর-০১কিউ-১৯০৬ নম্বরের একটি ট্রিপার লরি তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে টিআর-০৬বি- ৭৪৮৮ নম্বরের একটি পালসার মোটর বাইক বিপরীত দিক থেকে আসছিল। আচমকাই বাইক আর লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই অর্থাৎ কড়ইলং এর জাতীয় সড়কে মৃত্যু হয় শ্যামল সাহা নামে যুবকের।

জানা যায় মৃত যুবক পেশায় গাড়ির চালক। পরে পথচারীরা প্রত্যক্ষ করে মৃত শ্যামলকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছায়। ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সোমবার মৃত যুবকের ময়না তদন্তের পর পুলিশ মৃতদেহটি তার আত্মীয় পরিজনদের হাতে তুলে দেবে। এদিকে মৃত যুবক শ্যামলের একটি পুত্র ও কন্যা সন্তান রয়েছে। তবে এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ব্রজপুর এলাকায় দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক যুবকের।তার নাম শুভংকর দাস। বাড়ি দক্ষিণ ব্রজপুর কানাই বাড়ি। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাত আনুমানিক এগারোটায়। বিশালগড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিশালগড় থানাধীন দক্ষিণ ব্রজপুর এলাকায় দুটো বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বাইক চালক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।আহত বাইক চালকদের উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দ্রুত বিশালগড় মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানসিক অবসাদে ১০৩২৩ এর ৪৭ জন শিক্ষকের মৃত্যু, শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ।। আদালতের রায় অনুযায়ী ১০,৩২৩ শিক্ষকদের চাকরির সময়সীমা আর মাত্র তিনমাস বাকি। ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জানুয়ারি মাসের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে অসহায় পরিবারগুলো।

অল ত্রিপুরা সরকারি ১০,৩২৩ এডহক পে-শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে রবিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এখনও পর্যন্ত ১০,৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে ৪৭ জনের অকাল মৃত্যু হয়েছে তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই সংগঠনের পক্ষ থেকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, কোর্টের অমানবিক রায়ের ফলশ্রুতিতে অনেকেই অকালে প্রাণ হারিয়েছেন।

যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের কোন দোষ ছিল না বলে দাবি করা হয়। সরকারের ভুলের কারণেই এই শাস্তি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি পালন করার দাবি জানানো হয়। অন্যথায় অনেকেই বেঘুরে প্রাণ হারাতে বাধ্য হবেন বলেও উল্লেখ করা হয়। জানুয়ারি মাসের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১০,৩২৩ শিক্ষকদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আকুল আর্জি জানানো হয়েছে। জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে সংগঠন বাঁচার তাগিদে দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনে শামিল হবে বলে জানানো হয়।

কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানদের উপর হামলা রিয়াং শরণার্থীদের, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানদের উপর হামলা চালাল কাঞ্চনপুরে আশ্রিত মিজো রিয়াং শরণার্থীরা। দুই টিএসআর জওয়ানকে বেধরক মারধর করা হয়েছে। এমনকি জওয়ানদের কাছ থেকে সার্ভিস রাইফেল ছিনতাই করারও চেষ্টা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত নয়টা নাগাদ। এই ব্যাপারে আনন্দবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কাউকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, শনিবারও অন্যান্যদিনের মতো আনন্দবাজার থানার অধীন কাশীরামপুরে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন কয়েকজন টিএসআর জওয়ান। সেখানে মদ্যপ শরণার্থী যুবকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন টিএসআরের ১৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান কালরুং মগ এবং পাইসাং পিয়া ডার্লং। এই ঘটনায় রাতেই আনন্দবাজার থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নম্বর ১৩/১৯। মামলা হয়েছে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৩২, ৩৫৩, ৪২৭ ও ৩৪ ধারায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কাশীরামপুরে একটি অটো থামানো অবস্থায় ছিল এবং কয়েকজন যুবক সেখানে উশৃঙ্খলতা করছিল। জওয়ানরা সেখানে গেলেই হামলা চালায় উপস্থিত মদ্যপ ব্রু শরণার্থী যুবকরা।

আগরতলাকে স্মার্ট বানাতে গণহারে কেটে ফেলা হচ্ছে বড় বড় গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটিতে পরিণত করার অন্তরালে শহর আগরতলার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশের গাছপালা গণহারে কেটে সাফ করার ঘটনায় জনমনে তীব্র ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে। তাতে পরিবেশ সুরক্ষা নিয়েও দুশ্চিন্তা বাড়ছে। রবিবার কর্নেল চৌমুহনী থেকে উত্তর গেইটের রাস্তায় হরোধন সংঘ সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি সংঘ সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় মাপের গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।

স্মার্ট সিটির নামে গাছ কেটে সাফ করার ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক। রাজ্য সরকার কোষাগারে টাকা খরচ করে একদিকে বনজ সম্পদ রক্ষার আহ্বান জানাচ্ছে অন্যদিকে সরকারী উদ্যোগেই গাছ কেটে বিপরীতমুখী কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফায়ারসার্ভিস চৌমুহনী থেকে বর্ডার গোলচক্কর পর্যন্ত রাস্তার দুপাশের গাঠ কাটার পাশাপাশি কর্নেলচৌমুহনী থেকে উত্তর গেইট যাবার রাস্তায় দুপাশের গাঠ কাটার কাজও শুরু করেছে বন দপ্তর। তাতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বন দপ্তরের কর্মীরা জানান, স্মার্ট সিটির কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যই গাছগুলি কাটার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সরকারী নির্দেশেই তারা গাছ কাটছে।

গাঠ কাঁটা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় জনগণ। তাদের মতে পরিবেশ সুরক্ষায় এসব গাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্মার্ট সিটির জন্য রাস্তা প্রশস্থ ও ড্রেন তৈরির অজুহাতে এসব গাছ কাটা তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। গাছ কাটার ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলেও তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। রাজধানী আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটির আওতায় আনা হয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত টাকাও বরাদ্দ করেছে। স্মার্ট সিটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে অনুপ্রবেশ রুখতে সতর্ক নজর বিজিবির

নয়াদিল্লী, ২৯ ডিসেম্বর।। জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) ঘিরে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছিল নানা মহল থেকে। কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তা নয়াদিল্লি এসে বললেন, এনআরসি 'ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়'। তবে ভারতে অনুপ্রবেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রং বিচার করে না রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় শহরাঞ্চলে ঘর প্রদানে বিভিন্ন প্যারামিটারের নিরিখে ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং গ্রামাঞ্চলেও একই দিশাতে কাজ চলছে।২০২০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সকল পরিবারে ঘর পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এই লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের জন্য কোন রাজনৈতিক রঙ বিচার করছে না রাজ্য সরকার- সকলকে ঘর প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা কিভাবে রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই দিশাতেই কাজ করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শান্তির বাজার মহকুমায় জোলাইবাড়ির বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেছেন।

সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় শ্রী দেব উল্লেখ করেছেন, দীর্ঘ ২০-২৫ বছর যাবৎ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড

থমকে ছিল এবং সাধারণ মানুষ সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। তবে, নতুন সরকার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছে এবং রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়ন কর্মকান্ড।জোলাইবাড়িতে সফরের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ নারদপাড়া হ্রদে মৎস্য প্রকল্প তৈরির উপর জোর দিয়েছেন।পঞ্চদশ অর্থ কমিশনে রাজ্য সরকার প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে মৎস প্রকল্পে যাতে রাজ্য মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়।

নারদপাড়া হ্রদটি মৎস্য প্রকল্পের জন্য সমবায় মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে - এটি কেবল স্থানীয় পরিবারগুলিতে আয় রোজগারই করবে না, পাশাপাশি মাছের উতাদনও বাড়িয়ে তুলবে, শ্রী দেব বলেছেন।প্রায় দুই বছর আগে রহস্যজনক অবস্থায় সুপ্রিয়া মগের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল বাইখোরার একটি হোস্টেল থেকে। সুপ্রিয়ার মৃত্যু এখনো রহস্য হয়ে আছে গোটা দক্ষিণ জেলা জুড়ে।

মুখ্যমন্ত্রী রবিবার স্থানীয় বিধায়ক শঙ্কর রায়কে সাথে নিয়ে বিরমন্ত পাড়ায় সুপ্রিয়া মগের পরিবারের সাথে দেখা করেন। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তৃতীয় বারের মতো তদন্তের জন্য বলা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।জোলাইবাড়ি সফরকালে, মুখ্যমন্ত্রী জনগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেন এবং এগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। গ্রামবাসীরা বিশেষত সার্বজনীন অসুবিধার কথাই তুলে ধরেছেন যেমন রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, সংস্কার, পানীয় জলের সুবিধা, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রদান। ঐ অঞ্চলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৮২ ◻ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ১৩ পৌষ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রাজনীতিতে বিরল বিদ্রোহ

মন্ত্রিত্ব হারাইয়া রাজনীতি হইতে সন্ন্যাস নিবার পাত্র যে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন নহেন তাহা আবার প্রমাণ রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি রাজধানী আগরতলায় মহামিছিলের ডাক দিয়াছেন। আগামী তিন জানুয়ারীই সেই ঐতিহাসিক মুহুর্ত। ঐতিহাসিক বলা হইতেছে এই কারণে যে, রাজ্যে দলকে পাশ কাটাইয়া একজন দলীয় বিধয়কের ডাকে বিশাল র‍্যালী ও সভার ঘটনা কার্য্যত নজীরবিহীন বলা যাইতে পারে। একথা কাহারো কাছে গোপন নহে যে, সুদীপ রায় বর্মন বিজেপি বিধায়ক হইলেও তিনি দলীয় অনুশাসনের বাহিরে। তাহা না হইলে ইহাতো নজীরবিহীন যে, দলীয় বিধায়ক দলের অনুমতি ছাড়াই রাজধানী শহরে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশাল মিছিল ডাকিতে পারিলেন। ইস্যু নারী নির্যাতনের হইলেও তাহার অন্তর্নিহীত লক্ষ্য যে বিরাট তাহা অন্তত রাজনৈতিক মহল আঁচ করিতে পারিয়াছেন। সোজা কথায়, ইহাও বলা যাইতে পারে যে তিন জানুয়ারী সুদীপ রায় বর্মনের অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়াই সুদীপ রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন কিনা সেই প্রশ্ন আছে। কিংবা অতঃপর কি? একথা ঠিক, বিজেপি হইতে সুদীপবাবুর ভাত উঠিয়া গিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নাকি তিতি বিরক্ত হইয়া সুদীপকে মন্ত্রিসভা হইতে সরাইয়া দিয়াছেন। দলীয় শৃঙ্খলার খাতিরে ইহা ছাড়া বোধহয় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা ছিল না। রাজ্য স্তরে সংসদীয় গণতন্ত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা অপরিসীম। সুদীপকে এইভাবে মন্ত্রিসভা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে ইহা হয়তো রাজনৈতিক মহলও আশা করিতে পারেন না। কারণ, সুদীপ বর্মনের রাজনৈতিক শক্তিও একেবারে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। কিন্তু, সব জারিজুরিই যে খতম হইয়া গিয়াছে তাহাও বলা যাইতে পারে না। বেশ কিছুদিন প্রায় সন্ন্যাসব্রত নিবার পর বিপ্লবী রক্ত ফুঁসিয়া উঠিবার ঘটনা সুদীপ বর্মনের জীবনে নতুন খাতে বহিতে পারিবে কিনা তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

সুদীপ এখনও বিজেপি বিধায়ক। কিন্তু, দল আছে দর্শকের মতো। দল সুদীপকে কোনও হুইপ দিয়াছে কিনা জানা নাই। দলের অনুমতি ছাড়া মিছিল ডাকা তো দলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। সুদীপ বর্মনের এই চ্যালেঞ্জ তো বিজেপি নীরব হজম করিতেছে। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভা হইতে খারিজ করিয়া সুদীপকে শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু, বিধায়ক হইয়া দলীয় অনুশীলন লঙ্ঘন করিবার দায়ে সম্ভবত কোনও শাস্তি দিতে অপারগ বিজেপি। শাস্তির প্রত্যাশাই তো এখন করিবার কথা সুদীপ বর্মনের। বিজেপি তাঁহাকে কি শাস্তি দিতে পারে? তাহাকে দল হইতে বরখাস্ত করিতে পারে। কিন্তু, না, বিজেপি সেই শাস্তির খড়গ ঝুলাইয়া সুদীপকে মুক্তি দিতে চাহিবে না। দল যদি কোনও বিধায়ককে বহিস্কার করে তাহা হইলে বিধায়ক পদ খারিজ হয় না। কিন্তু, বিধায়ক যদি একক ভাবে বা প্রয়োজন সংখ্যক বিধায়ক ছাড়া দল ছাড়ে তাহা হইলে বিধায়কপদ খারিজ হইয়া যাইবে। বড় প্রশ্ন ইহা নহে। প্রশ্ন হইল সুদীপ বর্মনের এই মিছিলে সংখ্যা কেমন হইবে। কাহারা শাসক দলের বিরাগভাজন হইয়া সুদীপের হাত শক্ত করিবে তাহাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। ইহাও হয়ত অনেক বেশী সত্যি যে, যদি তিন জানুয়ারী মিছিলে রেকর্ড সংখ্যক ভীড় হয় তাহা হইলে হয়তো রাজনীতিতে ভাসিয়া উঠিবার কিছুটা সুযোগ সুদীপ বর্মনের মিলিতে পারে। ইহা খুব কঠিন লড়াই। এই লড়াই শেষ পর্য্যন কোন পথ ধরিবে তাহাও বলা মুশকিল। অন্যান্য বিরোধী দলগুলির ডাকা মিছিল জমায়েত নিয়া কঠিন চ্যালেঞ্জ থাকে না হয়তো। তাহা অনেকটা কঠিন পর্য্যায়েও বিবেচিত হয়। কিন্তু, একজন বিজেপি বিধায়কের কার্য্যত বিদ্রোহ ত্রিপুরার রাজনীতির রঙ্গ মঞ্চে সত্যিই বিরল ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হইবে।

বছরের শেষ রবিবারে পিকনিকের আমেজে মেতে উঠল বসিরহাট

বসিরহাট, ২৯ ডিসেম্বর (হি, স) : বছরের শেষ রবিবারে ছুটির মেজাজে পিকনিকের আমেজে মেতে উঠল বসিরহাট মহকুমা। এদিন বহু পর্যটক পিকনিক করতে আসেন বসিরহাট পিকনিক স্পট ও টাকি ইচ্ছামতী নদীর পারে। ইংরেজি বছর শেষ হতে বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। তার আগে রবিবার ছিল বছরের শেষ ছুটির দিন। স্বাভাবিকভাবেই এদিনটিতে বাড়তি উৎসাহ ধরা পড়ে বসিরহাট মহকুমা জুড়ে।

ছুটির দিন হওয়ায় এদিন সকাল থেকেই বসিরহাটের ইচ্ছামতী পিকনিক স্পট ও টাকি ইচ্ছামতী নদীর পাড়ে পিকনিকের জন্য আসতে দেখা যায় বহু পর্যটককে। এদিকে শীতের মৌসুমে পিকনিকের জন্য নতুনভাবে সেজে উঠেছে বসিরহাট ইছামতি পিকনিক স্পট। সুসজ্জিত পরিবেশে পিকনিক স্পটকে সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি বসানো হয়েছে বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের দোলনা। পর্যটকদের পিকনিকের সুবিধা করে দিতে গড়ে উঠেছে একাধিক কটেজ। বসিরহাট পিকনিক স্পটে তাই সকাল থেকেই ছিল পর্যটকদের ভিড়। খাওয়া-দাওয়া হই হুল্লোড়ের সঙ্গেই গানের তালে কোমর দোলাতে দেখা যায় পর্যটকদের।

ইরফান হাবিবের লেখা কেউ পড়েন না: দিলীপ ঘোষ

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবকে রবিবার একহাত নিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাষা ভবনে বিজেপি শিক্ষক সেলের অনুষ্ঠানে দিলীপ ঘোষ বলেন, ”ইরফান হাবিবের লেখা কেউ পড়েন না। সেভাবে ওনার লেখা কোনও ইতিহাসও নেই। উনি দেশের টাকা বরবাদ করেছেন।”

রবিবার ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাষা ভবনে বিজেপির শিক্ষক সেলের রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সেখানেই দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, ”ইরফান হাবিব যেটা করেছেন, একজন ইতিহাসকার হয়ে ঠিক করেননি। এখন তাঁদের ইতিহাস কেউ পড়ে না। সত্যি কথা বলতে কি তারপর ওনার কোনও ইতিহাস লেখাও নেই। উনি দেশের টাকা বরবাদ করেছেন। তাঁরা আজকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে এমন অশোভনীয় আচরণ আমরা আশা করি না। তিনি ইতিহাসবিদ হয়ে যেভাবে বাধা দিচ্ছেন এটা কি তাঁর শোভা পায় ? আসলে তাঁরা আজকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছেন। এটা আজকে বোঝা যাচ্ছে। তাঁর কাছ থেকে এমন অশোভনীয় আচরণ আমরা আশা করি না।‘

কান্নুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে এভাবেই ইতিহাসবিদকে আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। কেরলের কান্নুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস’ -এর মঞ্চে ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবের কার্যকলাপ নিয়ে জোর জল্পনা চলছে সব মহলে। শনিবার সিএএ ও এনআরসির সমর্থনে উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই সওয়াল করেছিলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। টেনে এনেছিলেন দেশভাগ ও কাশ্মীর প্রসঙ্গ। কিন্তু, তাঁর বক্তব্য ‘উত্তেজক’ বলে পালটা অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। মঞ্চে থাকা ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিবকেও রাজ্যপালের কথার প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপালের নিরাপত্তারক্ষীরা এসে অশীতিপর ইতিহাসবিদকে সরিয়ে নিয়ে যান। যদিও পরে রাজ্যপাল টুইট করে জানান যে, ঘটনার জন্য ইরফান হাবিবই দায়ী।

এই পরিস্থিতিতে দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের সমালোচনায় নেমেছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে কটাক্ষ করে সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম বলেন, ”কিছু লোক শুধু কচু আর গরুকেই চেনে।” তাঁর কথায়, ”রামমোহন, বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে, তাঁদের নিয়েও এমন মন্তব্য করতেন দিলীপ ঘোষ। কিছু লোক শুধু কচু আর গরুকেই চেনে। অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়, ইরফান হাবিব সবাই তাই আক্রমণের মুখে। বিজ্ঞানের কথা, সম্প্রীতির কথা বললেই ভিলেন বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।”

ঔদ্ধত্য ও অহংকারের জবাব মিলবেই

বরুণ দাস

সিংহের চামড়া পরা গাধার লাফঝাঁপ দেখে ভয় পেয়েছিলেন কিছু মানুষ। আসলে মানুষই সম্পদ, মানুষই শক্তির উৎস। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই জয়ের জন্য রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এই সত্য স্বীকার করে নিয়েও বলছি বাংলায় বিজেপির বাড়বাড়ন্ত আটকে দেওয়ার এই লড়াইয়ে দিদির কৃতিত্বও কিন্তু কোনওভাবেই কম নয়। না, কোন আবেগ বা অচলাভক্তি থেকে একথা বলছি না। দেশ ও রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবাতই আমাকে একথা বলতে বাধ্য করেছে।

অনেকেই বলেছেন এনআরসি তিনটি কেন্দ্রে উপনির্বাচনে একটা বড় ইস্যু হয়েছে, তাই বিজেপি ভোট পায়নি। আমার প্রশ্ন, এনআরসির বিরোধিতা তো সিপিএম এবং কংগ্রেসেও করেছিল। তাহলে তারা এই বিরোধিতার ফসল ঘরে তুলতে পারল না কেন? কেনই বা দেশেরদুটি প্রাচীন দলেরমিলিত ভোট আরও কমে গেল? আর সেই বোট জমা পড়ল তৃণমূলের বাক্সে? এর একটাই উত্তর মানুষ তাদের নিছক মৌখিক প্রতিবাদ ও দ্বিচারিতা বিশ্বাস করেনি। তারা মনে করেছেন, রাজ্যের বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে আসল শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মতো কেউই স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি এ রাজ্যে আমি এনআরসি করতে দেব না। বহু পরীক্ষিত লড়াইয়ের নেত্রীর কথা মানুষ বিশ্বাস করেছেন। তারা ভরসা পেয়েছেন বলেই মানুষের ভোট চলে গেছে তৃণমূলের দিকে। এই ভরসা দেওয়ার শক্তি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই অর্জন করেছেন। তার লড়াই সিপিএম ও কংগ্রেসের নেতাদের মতো নিছত তর্জনগর্জন বিবৃতি আর পথসভাতেই আটকে থাকেনি। তাঁর দিকে তাকালে আমার মনে হয়, তিনি যেন এক বটবৃক্ষ। যার ছায়াতে এসে মানুষ ভরসা পায়, আশ্বস্ত হয়। বটবৃক্ষের মতোই তিনি যেন বাংলার মানুষকে সবরকম সমস্যা থেকে রক্ষা করার কাজে করে চলেছেন। ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি সাংবাদিকতা করছি । রাজ্যে তো বটেই সারা দেশের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমি কম দেখিনি। কিন্তু কাউকেই আমি বন্যা থেকে শুরু করে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা দুর্ঘটনার খবর শোনামাত্র এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি।

উপনির্বাচনে মানুষের বিজেপিকে প্রত্যাখানের আরেকটা কারণ হল, তাদের ঔদ্ধতা। বাংলার মানুষ সবকিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু ঔদ্ধতা আর অহংকার নয়। এক লাফে দুই থেকে আঠারো হওয়ার পর একশ্রেণির স্বনির্বাচিত বিজেপি নেতারাও নোটবন্দি, এনআরসি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নানা ইস্যুতে মানুষের মৃত্যু ও দুর্ভোগকে উপেক্ষা করে যেন কিছুই হয়নি গোছের হাবভাব করছিলেন, তা মানুষ ভালভাবে নেয়নি। বাংলার মতো দেশভাগ ও দাঙ্গাবিধ্বস্ত জনপদের মানুষকে আবারভিটেমাটি ছাড়া করার ঘোষণা মেনে নিতে পারেননি তারা। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে গেছে তাদের। মুখ্যমন্ত্রী তারা এই সঙ্কটের ত্রাতা হিসেবে দেখেছেন। তৃণমূলরে জয় এসেছে সেই কারণেই।

এই উপনির্বাচন প্রমাণ করেছে কংগ্রেস ও সিপিএমের ভোট ভাগের রাজনীতি এই রাজ্যে আর

কাজ করবে না। কালিয়াগঞ্জ, করিমপুর, খড়গপুর তিনিটি কেন্দ্রেই বাম ও কংগ্রেসের একটা নির্দিষ্টি ভোট ছিল। দেখা যাচ্ছে এখন সেই ভোটেও ভাঙন ধরছে। সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকী দলের নীচুতলার কর্মী ও সমর্থকরাও তাদের নেতাদের বিশ্বাস করছেন না। তাদের ভোটও তৃণমূলের বাক্সে জমা পড়েছে। এককথায় বাংলার সিপিএম ও কংগ্রেস দুটি দলই প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।

একশ্রেণির সংবাদমাধ্যম বলতে শুরু করেছিল ২০২১ সালে রাজ্যে বিজেপি আসবে। আমি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি তারা বলছেন বাংলায় এবার পদ্ম ফুটবে। ঘটনা ঘটছে তারা ঠিক উল্টোটা। জীবনের অভিজ্ঞতায় মানুষ দেখছেন শিল্প, কৃষি, ব্যবসা সবক্ষেত্রেই দলটা পুরোপুরি ব্যর্থ। বিজেপি নামক দলটি আদতে দেশবিরোধী, মানুষ বিরোধী এবং মানুষের মৌলিক অধিকারেরও বিরোধী। দেশের কোনও সমস্যার সমাধান না করে তারা কিছুদিন পরপর জিএসটি, নোটবন্দি, কাশ্মীর, এন আর সি, অনুপ্রবেশের মতো নানা ইস্যু তৈরি করে মানুষের নজর অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছে। এই খেলাটা মানুষ কিন্তু ধরে ফেলেছেন। এই উপনির্বাচন জানিয়ে দিল বিজেপির শেষের শুরু হয়ে গেছে।

তবে এই জয়ে আত্মসন্তুষ্টির কোনও অবকাশ নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে একুশ, এবারলড়াই সামনাসামনি। বাঁচতে হলে বিজেপিকে সত্যিই গোল্লায় পাঠাতে না। তাই না হলে দেশ ব্যাপত্রারটাই থাকবে না। তাই একুশেতে বিজেপিকে উৎখাত করার শপথ নিতে হবে।

কুলমামে এ রাজ্যে থেকে যাওয়া পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটনার পর বিজেপি নেতাদের কথাবার্তা শুনে আমার কবীর সুমনের এই গানটা বারবার মনে পড়ছে। সুমন লিখেছিলেন, ‘আমি চাই বিজেপি নেতার সালমা খাতুন পুত্রবধূ/ আমি চাই ধর্ম বলতে মানুষ বুঝবে মানুষ শুধু।’ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালি বিদ্বেষ কতটা অন্ধ হতে পারে তার এক নতুন নমুনা দেখালেন মোদি অমিত এবং তাদের শিষ্য রাজ্যনেতা দিলীপ ঘোষ।

চাইতেও দলীয় সংঘর্ষে নিহত বিজেপি কর্মীদের বাড়ি যাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তিনি তাঁদের বাড়িতেই যাবেন। এদের কাছে দেশ নয়, দল বড়। মোদি অমিতরা ভুলে যান মানুষ তাঁদের দলের প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ভোট দেননি, ভোট দিয়েছেন গোটা দেশের মানুষের দায়িত্ব নেওয়ার জন্যই। অথচ তাঁদের ব্যবহারে বারবার মনে করিয়ে দেন, দেশ নয়, তারা নিছক দলেরই লোক। তাই পাঁচজন বাঙালি শ্রমিক খুন হয়েছে তা বলতে তাদের লজ্জা লাগে। পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যুতে তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না।

বিজেপির ভুল রাজনীতি পাঁচজন নিরপরাধ মানুষের খুনের ঘটনার গায়েও সাম্প্রদায়িক রং লাগিয়ে দিয়েছে। মানুষের পরিচয়টাকে তুচ্ছ করে তারা নিহতদের ধর্মীয় পরিচয়টুকুকেই বড় করে তুলে ধরেছেন। সব ধর্ম ছাপিয়ে তারা যে মানুষ এই ঘটনা যে মানবতারই অপমান সেকথা তারা বলছে না। বিজেপি সুকৌশলে একটা প্রচার চালাচ্ছে যে নিহতরা বহিরাগত। ওরা বহিরাগত এটাকে ঠিক করল? কীভাবেই বা ঠিক করল? বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকা মানুষগুলিকে বহিরাগত বলার পিছনে বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কাজ করছে।

এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে গেলে বহিরাগত হবেন কেন? এ তো খুনিদের পক্ষেই যুক্তি সাজানো হচ্ছে। এই বহিরাগত তত্ত্ব তো জঙ্গিরা দেয়, তারা বলে কাশ্মীরে তারা কোনও বাইরের মানুষকে ঢুকতে দেবে না। আসলে এদেরসব কথাই অন্ধ মুসলিম বিদ্বেষ থেকে বলা মৃত ব্যক্তিরা একে মুসলমান, তার ওপর আবার বাঙালি।তাই স্বাভাবিক কারণেই মোদিদের চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক ঠিক করতে এগিয়ে আসতে হবে দু’পক্ষকেই

বরুণ দাস

এক হাতে তালি বাজে না’ বলে বাংলায় যে একটা পুরনো প্রবাদবাক্য আছে, তা আমরা সবাই কমবেশি জানি। আর এও জানি যে, প্রবাদবাক্যগুলি এমনি নয়, জীবনের অনিবার্য বাস্তবতা আর নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকেই উঠে এসেছে। তাই এর বাস্তবতা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন সময়েই সাবেকি প্রবাদবাকুগুলি আমাদের অনেক কিছু শেখায়। অবশ্য যদি আমরা তা থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করি। কারণ এখন তো শেখার থেকে শেখানোর প্রবণতাই আমাদের বেশি।

প্রতিবছর ১লা জুলাই থাকে ‘ডক্টর্স ডে’ বা চিকিৎসক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন (প্রয়াণদিবসও বটে) কে ঘিরে এই বিশেষ দিনটি পালন করা হয়। প্রতিবারই পালিত হয় যথারীতি রাজ্যজুড়ে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) সহ একাধিক সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল দিনটি সাড়ম্বরে পালন করে। চিকিৎসা সংক্রান্ত নানাবিধ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় হয় এই বিশেষ দিনটি। আইএমএ ভবনে চিকিৎসক সংগঠনের রাজ্য শাখার পক্ষে অনুষ্ঠিত ২০১৮-র আলোচনার বিষয় ছিল ‘চিকিসক ও রোগীর সম্পর্ক। আলোচনার বিষয়টি অনেকেরই নজরে কেড়েছে। কারণ আমরা সবাই কমবেশি জানি যে, রাজ্যজুড়ে ‘চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক’ আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বী মানেই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। টিভি চ্যানেল কিংবা কাগজের পাতা খুললেই প্রায় প্রতিদিন চিকিৎসক রোগীর বিরোধ আমাদের সবারই চোখে পড়ে।

চিকিৎসক রোগীর এই প্রায় নিত্য বিরোধ কোনওভাবেই কাম্য নয় একথা সবাই স্বীকার করবেন আশা করি। কিন্তু ‘কাম্য নয়’ বলেই তো আর বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে না। তার জন্য উভয় পক্ষকেই কিছু নির্দিষ্টি দায়িত্ব বা পদক্ষেপ পালন করতে এগিয়ে আসতে হয়। সেটা অবশ্যই নিয়মমাফিক বা দায়সারাভাবে নয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই পালন করতে হয়। তাহলে সমস্যার সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়। নাহলে সবটাই ভণ্ডুল হতে বাধ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চিকিৎসক ও রোগী উভয় পক্ষতেকেই বুঝতেক হবে বাস্তব পরিস্থিতি। চিকিৎসকরা যেমন সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করবেন রোগী ও তার পরিবার পরিজনদের কোনওভাবেই অবজ্ঞা বা অসম্মান নয়,তাঁরা প্রিয়জনের সুস্থতা লাভের আশায় মগ্ন থাকেন। কখনও বা মানসিকভাবে কিছুটা অস্থিরও। সাধারণভাবে তাদেরআচরণে তা প্রকট হয়ে ওঠে কোথাও বা। রোগের জটিলতা কিংবা আর্থিক দুশ্চিন্তায় এমন হওয়াটা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। তাদের মানবিক অবস্থাটা

সংবেদনশীলতার সঙ্গে বুঝতে হবে। তেমনি রোগীদেরও বুঝতে হবে চিকিৎসাও চিকিৎসকদের সীমাবদ্ধতাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞান সব রোগই সব সময় নিরাময় হবে এমন কোনও নিশ্চয়চা দেয় না। চিকিৎসকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারেন মাত্র। তারবেশি কিছু নয়। সব ক্ষেত্রেই রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন এমন কোনও কথা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বলা যায় না। এই পারস্পরিত বোঝাপড়ার অভাবই আজ সর্বত্র দেখা দিয়েছে। কেউ কাউকে বুঝতে চান না বুঝতে আগ্রহীও নন। পারস্পরিক অসহিযুঃতা চরমে উঠেছে।

চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবের পিছনে কিছু বাস্তব কারণও আছে। কেন উভয়ের সম্পর্ক এমন বিষিয়ে গেছে তা আগে অনুধাবন করা দরকার। রোগ নির্ণয় না করতে পারলে তার চিকিৎসা চলবে কিভাবে? তাই আমাদের আগে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হবে। তবেই না রোগ নিরাময়ের বিষয়টি সামনে আসবে। কেউ তা আর সেদিকে পা বাড়াতেই অনিচ্ছুক। না চিকিৎসক, না রোগী বা তার পরিবার পরিজন। কেউ কাউকে আর ভরস াকরতে পারছেন না।

চিকিৎসকরা কিংবা তাঁদের যোগ্য প্রতিনিধিরা যদি রোগী কিংবা তার পরিবার পরিজনদের রোগ ও রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে নিয়মিত জানান তো বুল বোঝাবুঝি কিংবা পারস্পরিক সম্পর্ক এমন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারতো না। রোগীর উদ্বিগ্ন পরিবার পরিন জানতে চান হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অসুস্থ মানুষটির কথা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা সন্ধ্যার পর রোগীদের পরিদর্শন শেষে নাম কা-ওয়াস্তে দু-চারটি কথা বলে ব্যস্ততার সঙ্গে চলে যান তাঁর অন্যত্র চেম্বার কিংবা চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও উদাসীনতা দেখান।

ফলে রোগীর পরিবার রিজন ও চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাড়ে অবাঞ্ছিত দূরত্ব, যা অনায়াসেই এড়ানো যেত। কারণ চিকিৎসক ও রোগীর সঙ্গে দূরত্ব কোনওভাবেই কাম্য নয়। এই ‘দুরত্ব’ই ডেকে আনে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি। সকাল সন্ধ্যায় হাসপাতলে আসা রোগীর পরিবার পরিজন ধৈর্য্যের বাঁধ হারান। এক সময় তা চিকিৎসকের হেনস্থা কিংবা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের আকার নেয়। আর রোগী যদি মৃত্যুর মুখে পৌঁছন তো রেহাই পান না কোন পক্ষই।

উল্লেখ্য, কারণে অকারণে কাউকে হেনস্থা কিংবা নিগ্রহ সহ কোনও প্রতিষ্ঠানের ভাঙচুরের ঘটনায় লোকজনের কোনও রকম অভাব হয়না। এসব ঘটনায় আমরা অনেকেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। সে ঘটনার সঙ্গে আমাদের কোনও রকম সম্পৃক্ততা না থাকলেও যেমন রাস্তায় সামান্য কারণেও অভিযুক্তকে পিটিয়ে মারার ঘটনায়ুৎসাহী মানুষজনের অভাব নেই। অনেক লোকই জড়ো হয়ে যান মুহূর্তে। এবং তারা নিস্ক্রয় থাকেন না। প্রকৃত ঘটনা না শুনে, না বুঝে সরাসরি ‘কাজে নেমে পড়েন তারা।

এমন সময়ানুগ ও সদর্থক আলোচনা শুধু চিকিৎসক দিবসেই নয়, সারা বছরই নিয়ম করে আয়োজন করা প্রয়োজন। বছরের একটি বিশেষ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এমন আলোচনা চলুক বছরভর। তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনা বাড়বে। একে অপরকে বোঝার সুযোগ পাবেন।ুবয়ের মধ্যে দূরত্ব কিছুটা হলেও কমে যাবে আশা করা যায়। এমন কি দলমত নির্বিশেষে চিকিৎসক সংগঠনের পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে নাগরিক কনভেনশনের আয়োজন করাও দরকার। এ সবই ইতিবাচক পদক্ষেপ।

ডাক্তার নার্স স্বাস্থকর্মীদের নিরাপত্তা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবার। দিকটিও। চিকিৎসায় গাফিলতি কিংবা অন্যায়ভাবে রোগী ও তার পরিবার পরিজনদের মোটা টাকার বিল ধরানোর অসাধু প্রবণতাও বন্ধ হওয়া দরকার। শুধু টাকা নয়, চিকিৎসা পরিষেবার দিকটিও সতর্কতার সঙ্গে দেখা দরকার। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের শুধুই রোজগারের দিকে নজরদিলে কোনও ব্যবসাই উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে না সাধারণ বুদ্ধিতে তাই বলে।

এখনকার বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবার মূল্য আকাশচুম্বি সাধারণ, সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তবু মানুষ ছুটছেন সেদিকেই। কারণ সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা পর্যাপ্ত নয়। চাহিদার তুলনায় জোগান কম। তাই ‘গলা কাটা’র আশঙ্কা নিয়েও বেসরকারি দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হন মানুষ। প্রিয়জনকে বাঁচাতে সর্বস্ব পণ করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসকরা যদি রোগী ও তার পরিবার পরিজনদের সঙ্গে ব্যবহারটা ঠিকঠাক না করেন তো মানুষের রাগ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

আই এমএ আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশিষ্ট চিকিৎসক যথার্থই বলেছেন, ডাক্তারবাবু রোগীকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারেন মাত্র কিন্তু সবক্ষেত্রে রোগী সেরে উঠবেন চিকিৎসাশ্রাস্ত্রে এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এবং একই সঙ্গে অনিবার্য আক্ষেপও বটে, অনেক ক্ষেত্রে ওই আপ্রাণ চেষ্টা টুকুই দেখা যায় না, যা আগে দেখা যেত।

দায়সারা চিকিৎসা বা চিকিৎসায় গাফিলতির ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ অনেক আছে। এ নিয়ে এ যাবৎ আইনি লড়াইও কম হয়নি। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বক্তাও তা জানেন ভালোভাবেই। তাই চিকিৎসকরা অন্তত আপ্রাণ চেষ্টাটুকুই করুন। বাকিটা না হয় ঈশ্বরের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু সেই আপ্রাণ চেষ্টাটুকুই তো তাঁরা ঠিকভাবে করেন না। কতক্ষণে এক রোগীকে ছেড়ে অন্যরোগীর কাছে দৌড়বেন সেই চিন্তায় ব্যাকুল তাকেন। ফলে রোগীর রোগ নিরাময়ের দিকে প্রয়োজনীয় ধ্যান দিতে পারেন না।

ধ্যান থাকে শুধু অর্থের দিকে। এই যে পেশাকে অবহেলা করে শুধু অর্থের দিকে ছুটে চলা এটাই তো রোগী ও তার পরিবার পরিজনের সঙ্গে চিকিৎসকরে দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। যাদের অর্থে চিকিৎসকদের রমরমাতাদেরই অবজ্ঞা করার প্রবণতা যতোদিন না কমে, ততোদিন রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হবার আশা নেই। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে রোগী ও তার পরিবার পরিজন অজ্ঞ একথা ঠিক, কিন্তু তাঁরা কিছুই বোঝান না এমন ধারণাও তো ঠিক নয়। আসলে বুঝিয়ে বলার সময় কোথায় তাঁদের।

বাস্তব হল, পরের রোগীর কাছে সময়মতো পৌঁছতে না পারলে মোটা টাকার ফি হাতছাড়া হয়ে যাবে যে। যে ব্যস্ততায় একজন চিকিৎসক রোগী দেখেন তাতে একমাত্র রোবট ছাড়া কোনও চিকিৎসকেরই রোগ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু সেকথা তাঁকে বলার সাহস ক’জন রোগী ও তার পরিবার পিরজনের আছে। অনেক সময়ই কিছু বলতে গেলে বিরক্তি বোধ করেন। ভাবখানা এই চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেছি আমি, তুমি বাপু কে হে। মেলা কচকচ করো তো অন্যত্র চলে যাও।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ডাকসু ভিপি নূরের ওপর হামলায় কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই ছাত্রলীগের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। ডাকসু ভবনে ভিপি নুরুল হক নূর ও তার সহযোগীদের ওপর হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগের কারও কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি করেছেন এই সংগঠন থেকে নির্বাচিত ডাকসু প্রতিনিধিরা।

রোববার ডাকসু ভবনে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর এজিএস সাদ্দাম হোসেন বলেন, আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ডাকসু ভবনের ঘটনায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মনোনীত কোনো ডাকসু প্রতিনিধির বিন্দুমাত্রও সংশ্লিষ্টতা নেই। আমরা স্পষ্টভাবে আরও বলতে চাই যে, উল্লেখিত সংঘর্ষ, হামলা-প্রতি হামলার সাথে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কেউ কোনোভাবেই জড়িত নয়।

সংবাদ সম্মেলনে সাদ্দামের সঙ্গে ছিলেন ডাকসুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক সাদ বিন কাদের চৌধুরী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাহরিমা তানজিম অর্ণি, সাহিত্য সম্পাদক মাজহারুল কবির শয়ন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসিফ তালুকদার, ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল আহমেদ তানভীর, সদস্য রকিবুল ইসলাম ঐতিহ্য, তানভীর হাসান সৈকত, তিলোত্তমা শিকদার, রাইসা নাসের, মুহা. মাহমুদুল হাসান, চিবল সাংমা, রফিকুল ইসলাম সবুজ প্রমুখ।তবে ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে নির্বাচিত ডাকসুর জিএস গোলাম রাব্বানী উপস্থিত ছিলেন না।ব্যক্তিগত কারণে রাব্বানী সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে জানান সাদ্দাম।

সাদ্দাম ডাকসু ভবনে হামলার ঘটনাকে 'ন্যক্কারজনক' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন,এই ঘটনাটি ঘটে ডাকসু ভিপি নুরুল হক নূর ও তার সংগঠন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামক একটি সংগঠনের উপর গত ১৭ ডিসেম্বর তারিখে হামলার জের ধরে।এই দুটি সংগঠন 'মিডিয়াবাজির' মাধ্যমে পরিচিতি লাভের আশায় এই সংঘর্ষে লিপ্ত হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

হামলার দিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে সাদ্দাম বলেন,পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও হামলার এক পর্যায়ে নূর ডাকসু ভবনে অবস্থান গ্রহণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ ভবনের বাইরে। ভবনের দরজা বন্ধ করে ভিতরে নূর তার বহিরাগত সঙ্গীদের নিয়ে বাঁশ, লাঠি, রড, পাইপ সজ্জিত অবস্থায় মারমুখী থাকে যার ভিডিও আমরা দেখতে পাই নূরের নিজ ফেইসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পরিচালিত সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে।আমরা আরও দেখতে পাই, নূরের সঙ্গীরা ঢিল ছুঁড়ে ডাকসুর জানালার গ্লাস ভেঙে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের উপর হামলা চালায়। আরেকটি ভিডিও ফুটেজে আমরা লক্ষ করি, নূরের সহযোগীরা ডাকসুর বারান্দায় সশস্ত্র অবস্থায় দলবেঁধে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীদের উপর সংঘর্ষে লিপ্ত হবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবার দৃশ্য। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ ডাকসু ভবনের বাইরে অবস্থান করে নিজেদের শক্তির জানান দেয়। এতে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের আবেগের, আমাদের পরম আরাধ্য, পবিত্র ডাকসু ভবন। লিখিত বক্তব্যে সাদ্দাম বলেন,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমর্থনে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা এই পালটাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা সম্পর্কে জানা মাত্রই যে যেখানে ছিলাম ছুটে আসার চেষ্টা করি ডাকসু ভবনকে রক্ষার এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য।কিন্তু হামলা থেকে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের সমর্থকদের নিবৃত করতে সফল হলেও ভবনের ভিতরে অবস্থিত ভিপি নূরের সমর্থকদের হামলা ও ঢিল ছোড়া বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় ডাকসু মনোনীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য সনজিত চন্দ্র দাস এবং আমি ভবনের নিচে উপস্থিত হই। ডাকসু ভবনের নিচে এসে আমরা প্রথমেই বিক্ষুব্ধ মুক্তিযু মঞ্চের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ পরিহার করে স্থান ত্যাগ করার আহ্বান জানাই। আমাদের আহ্বানে মুতযু মঞ্চ পিছু হটে। এরপর ডাকসুতে কর্মরত স্টাফরা দরজা খুলে দিলে সিনেট সদস্য সনজিত ও আমি ভিপি নূরের কক্ষে গিয়ে তাকেও সংঘর্ষ পরিহারের আহ্বান জানাই, যেমনটি জানানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের প্রতি। একইসাথে আমরা নূরকে আহ্বান জানাই, উপস্থিত বহিরাগতদের নিয়ে ডাকসু ভবন ত্যাগ করার জন্য যাতে চলমান সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে।নূর এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে উল্টো সিনেট সদস্য সনজিতের সাথে অসৌজন্যমূলক, ধর্মীয় উসকানিমূলক ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেন। এরপর পুনরায় নূরকে বহিরাগতদের নিয়ে ডাকসু ভবন ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে আমরা অবরুদ্ধ ডাকসুর আন্তর্জাতিক সর্মক বিষয়ক সম্পাদক শাহরিমা তানজিন অর্নি ও সদস্য রাইসা নাসেরকে উদ্ধার করে ডাকসু ভবন ত্যাগ করি। আমরা ত্যাগ করার পর বিবদমান দুই পক্ষ আবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর স্যার উপস্থিত হয়ে সংঘর্ষ থামান এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এই ঘটনার পর নূর ভিপি পদে থাকার 'যোগ্যতা হারিয়েছেন' দাবি করে ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পবিত্র আমানত ডাকসু ভবনকে রক্ষা না করে বরং এই ভবনকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে এই নিজের লেলিয়ে দেওয়া বহিরাগত বাহিনী দিয়ে ভবনে ভাংচুরে অংশগ্রহণ করে নূর ভিপি পদে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আবারও হারিয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে ছয়টি দাবি জানান ছাত্রলীগ থেকে ডাকসুর প্রতিনিধিরা। তাদের দাবিগুলো হল,ডাকসু নেতৃবৃন্দ, সিনেট সদস্য, হল সংসদের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দের নামে মামলার অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে,ডাকসু ভবনের ভিতরে অবস্থিত নূরের সহযোগী বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, ডাকসু ভবন ভাংচুরের সাথে জড়িত উভয় পক্ষের সদস্যদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,ডাকসু ভবনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ উদ্ধার করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিতকরণ ও আইনের আওতায় আনতে হবে,দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ডাকসু ভিপিকে পদত্যাগ করতে হবে। নূরের 'দুর্নীতি' তদন্তে কমিটি গঠন করতে হবে,সাম্প্রদায়িক 'উসকানিমূলক' বক্তব্য দেওয়ায় নূরকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিমানবন্দর চলবে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক নিয়মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। ড্রিমলাইনার 'অচিন পাখি' ও 'সোনার তরী' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিমানবন্দর চলবে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক নিয়মে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকমানের নিশ্চিত করতে কেউ কোনও বাধা দিতে পারবে না। এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হবে। এতে কোনও বাধা দেওয়া যাবে না। দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে বিষয়ে আমার সার্বক্ষণিক নজরদারি আছে। বিমানের সুনাম বাড়াতে কাজ করছি।

শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।এর আগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নতুন দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯ সিরিজের ড্রিমলাইনার 'অচিন পাখি' ও 'সোনার তরী' উদ্বোধন করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে সরকারের লক্ষ্য বিমান যোগাযোগের উন্নয়ন। আমরা বিমানকে আরও উন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছি। এ লক্ষ্যে নতুন দুটি ড্রিমলাইনার কেনা হয়েছে। '৯৬ সালে আমরা সরকারে এসে অত্যাধুনিক ১২টি বিমান কিনেছি। শুধু বিমান কেনা নয়, বিমান যেন যথাযথভাবে চলে সেজন্য রক্ষণাবেক্ষণেও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকেও আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করা হবে। সে লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ চলছে। নতুন দুটি ড্রিমলাইনার 'অচিন পাখি' ও 'সোনার তরী' সরকারের নিজস্ব টাকায় (রিজার্ভে) কেনা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা সেই সক্ষমতা অর্জন করেছি। শুধু তাই নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ বিমানপথগুলোও উন্নয়ন করা হয়েছে।অনুষ্ঠানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন করেন তিনি।

এ বিষয়ে তিনি বলেন, এ অ্যাপসের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনও জায়গা থেকে বিমানের টিকেট কিনতে পারবেন যাত্রী। নতুন এ অ্যাপসের মাধ্যমে যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক সেবা দেওয়া সম্ভব।কার্গো বিমান ছাড়া বিমান লাভজনক হবে না মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে আমরা দুটি কার্গো বিমান কিনবো। যাত্রীসেবা নিশ্চিতে বিমান পরিচালনায় নিজস্ব কঠোর নীতিমালা থাকতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা বাড়ানো হয়েছে। বিমানেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। যাদের রেমিট্যান্স আমাদের দেশে আসে তাদের সুবিধা আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। তারা যেন হয়রানির শিকার না হন সেটিও খেয়াল রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী, মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মহিবুল হক, চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ মফিদুর রহমান ও বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নোয়াকি ইতো।

রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জনগণের আন্দোলনের বিকল্প নেই: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জনগণের আন্দোলনের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর মহানগর নাট্যমঞ্চে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, জাসদ সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতার মূল চেতনাকে গড়ে তোলার জন্য। সেই লড়াই জাসদ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য! আমাদের ঠিক একই কথা স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর এসেও বলতে হচ্ছে যে, আমরা গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চাই। বর্তমানে দেশে রাজনীতির যে গভীর সংকট চলছে, জনগণের অভ্যুত্থান বা জনগণের আন্দোলন ছাড়া সেটির সমাধান কখনোই সম্ভব নয়।তিনি বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় আটকে রাখা হয়েছে। এখন খালেদা জিয়া আইনগতভাবে জামিন পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু তাকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না। আজকে যারা জোর করে ক্ষমতায় বসেছে, তারা জানে খালেদা জিয়া বাইরে থাকলে তাদের যে রাজনৈতিক নীলনকশা সেটা পরিপূর্ণ করতে পারবে না।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবো। আমাদের গণতান্ত্রিক-অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, আমরা স্বাধীন-মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আওয়ামী লীগ সরকার তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার এই স্বপ্নগুলো ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।ফখরুল বলেন, ১৯৭৫ সালে সব রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছিল আওয়ামী লীগ। সেদিন তারা মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে সব পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে মানুষের অধিকার হরণ করেছিল। এখন আবার তারা ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন মুখোশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে।আমরা অত্যন্ত আশা নিয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করেছিলাম। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সংগ্রাম জয় করতে চেয়েছিলাম। আমরা পারিনি। কিন্তু আমাদের পারতে হবে, আমাদের আরও বৃহত্তর ঐক্য তৈরি করতে হবে। শুধু ঐক্যফ্রন্ট এবং অন্যান্য কোনো জোট নয়, দেশের সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের লড়াই করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে এবং দেশনেত্রী খালেদাকে মুক্ত করতে হবে।

জেএসডি সভাপতি আ স ম আব্দুর রবের সভাপতিত্বে কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন গণফোরামের সভাপতি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড় কামাল হোসেন।অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন-বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী, বিএনপি নেতা ড় আবদুল মঈন খান, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, বিকল্প ধারার সভাপতি নূরুল আমিন বেপারী, জেএসডির সহসভাপতি তানিয়া রব প্রমুখ।

খালেদা কেমন আছেন, জানতে দেয়া হচ্ছে না রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে কিছু জানতে দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রোববার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন,এখন বিচারের নামে চলছে অবিচার। সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা সাহেবের পরিণতিতে ভয় পেয়ে এখন সরকারকে খুশি করতেই হচ্ছে বিচার বিভাগকে। আর এ কারণেই জামিন পাচ্ছেন না দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী, গণতন্ত্রের আপসহীন কণ্ঠস্বর, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।তিনি বলেন ,ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছার প্রতিফলন-ই ঘটছে এখন আইন-আদালতের সিদ্ধান্তে। তার জামিন পাওয়ার সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় কারারুদ্ধ রেখে তাকে প্রাণে মারার সব রমরমা আয়োজন করছেন অবৈধ প্রধানমন্ত্রী নিজেই। তিনি কী অবস্থায়, কেমন আছেন, আমাদের জানতে দেয়া হচ্ছে না।রিজভী বলেন,যে ভোট ডাকাতি নিশ্চিত করার জন্যই দেশনেত্রীকে বিনা অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেই মধ্যরাতের ভোট ডাকাতির ষোলকলা পূর্ণ করে ক্ষমতা জবরদখলের এক বছর পূর্ণ হবে আজকের রাতে। আমি সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, দেশনেত্রীর জীবন সংহারের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের পথ থেকে ফিরে আসুন।তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রকে বারবার মর্গে পাঠানোই আওয়ামী লীগের রীতি। আমরা বলতে চাই, অতি দ্রুত মিডনাইটের সংসদ ভেঙে দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। একই সাথে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে যেন একটি অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়।সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান, খায়রুল কবির খোকন, প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশাররফ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেনাবাহিনীকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হবে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি যুগোপযোগী, প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে রোববার ৭৭তম বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স সমাপনী উপলক্ষে আয়োজিত রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০১৯ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা সব সময় চাই সেনাবাহিনী হবে যুগোপযোগী, আধুনিক ও প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত এবং এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।সেনাবাহিনীসহ সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন,আমরা সরকার গঠন করার পর থেকেই নতুন নতুন পদাতিক ডিভিশন, ব্রিগেড, ইউনিটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। সেই সাথে সাথে আমাদের সেনাবাহিনীতে নারীর অংশগ্রহণও নিশ্চিত করি।সশস্ত্র বাহিনীকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে যুগোপযোগী এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে চাই।নবীন সেনা সদস্যদের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং চেইন অব কমান্ড মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি কৃতি ক্যাডেটটের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৩৪ জন বাংলাদেশি, ২৯ জন সৌদি, একজন ফিলিস্তিনি, একজন শ্রীলঙ্কানসহ মোট ২৬৫ জন ক্যাডেট কমিশন লাভ করেন।ব্যাটালিয়ন সিনিয়র আন্ডার অফিসার সাবির নেওয়াজ শাওন ৭৭তম বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদি কোর্সে সেরা চৌকস ক্যাডেট হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে গৌরবজনক 'সোর্ড অব অনার' গ্রহণ করেন। এছাড়া কোম্পানি সিনিয়র আন্ডার অফিসার মো. বরকত হোসেন সামরিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 'সেনাবাহিনী প্রধান স্বর্ণপদক' অর্জন করেন।

পরে ক্যাডেটরা আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাবা-মা ও অভিভাবকেরা নবীন কর্মকর্তাদের র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন। কমিশনপ্রাপ্তদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী।তার আগে প্রধানমন্ত্রী বিএমএ প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছালে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ তাকে অভ্যর্থনা জানান।

ডাকসু ভবনে হামলার তথ্য-প্রমাণ দিতে তদন্ত কমিটির সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। ডাকসু ভবনে হামলার ঘটনায় তথ্য-প্রমাণ দিতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠন করা তদন্ত কমিটি।

রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়,ডাকসুর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট থেকে ঘটনার বিবরণসহ (প্রমাণ যদি থাকে) আগামী ৩০ ডিসেম্বর বেলা ২টার মধ্যে লিখিতভাবে তথ্য প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বরসহ তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর দপ্তরে সংরক্ষিত বক্সে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।তদন্তের স্বার্থে তথ্যদাতার নাম-ঠিকানা গোপন রাখা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।এর আগে বৃহস্পতিবার জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য-প্রমাণ দিতে শনিবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

ডাকসু ভবনে হামলাকে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' ও 'দুঃখজনক' আখ্যায়িত করে ঘটনার পরদিন ২৩ ডিসেম্বর ঘটনা তদন্তে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কমিটিকে ছয় কার্যদিবসের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছিল।রোববার কমিটির প্রধান কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবু মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, শুক্র-শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এবং অনেক কম তথ্য-প্রমাণ জমা হওয়ায় আমরা এই সময়টাকে আরেকটু বাড়িয়ে দেই। অন্য কোনো কারণে নয়।

আ.লীগ এখন গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে:সাইফুল হক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।।বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, যে আওয়ামী লীগ এক সময় ভোটের অধিকারের জন্য রাজপথে সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে, সেই আওয়ামী লীগ এখন দেশের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে পুরোপুরি ভূলুণ্ঠিত করেছে। এ আওয়ামী লীগ এখন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে নিজেদের দাঁড় করিয়েছে।

রোববার এক বিবৃতিতে সাইফুল হক এসব কথা বলেন। আজ ৩০ ডিসেম্বর দেশব্যাপী কালো পতাকা নিয়ে 'কালো দিবস' পালনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি

ছয়ের পাতায়

ওহির জন্য বসে থাইকেন না, রাস্তায় নামেন:জাফরুল্লাহ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। কোনো ওহির জন্য বসে না থেকে বিএনপিকে রাস্তায় নামতে বলেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।তিনি বলেন, বিএনপির উদ্দেশে বলতে চাই,ওহির জন্য থাইকেন না, রাস্তায় নামেন। জনগণের সাথে থাকেন, বিজয় আমাদের হবেই।

বিগত জাতীয় নির্বাচনে 'ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে' রোববার (২৯ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে ডা. জাফরুল্লাহ এ কথা বলেন।গত ৩০ ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে ঐক্যফ্রন্টের এ নেতা বলেন, গত বছর ২৯ ডিসেম্বর রাতে ভোট ডাকাতির পর থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশকে এক এক করে কারও সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সরকারি দল এবং তার দোসর দল সমাবেশ-সম্মেলন করতে পারবে, কিন্তু ঐক্যফ্রন্ট, বিএনপি ও অন্যান্য দল করতে পারবে না- এটা কি তাদের বাবার সম্পত্তি পেয়েছে? সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো জাতি যখন বিপদে পড়ে তখন বিচারকরা ঘুমিয়ে পড়েন। গত বছর নির্বাচনের ওপর এতগুলো মামলা হয়েছে, একটারও শুনানি হয়নি। এই বিচারকরা জনসাধারণের কাছে কী জবাব দেবেন? তাই এই বিচারকদের কাছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির কথা বলা নির্থক। খালেদা জিয়ার মুক্তি হতে পারে একমাত্র জনগণের মাধ্যমে। যেদিন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন এই বিচারকদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, খালেদা জিয়ার মেডিকেল রিপোর্টটা ঠিক মতো পড়েছেন কি-না।তিনি বলেন, যখন জাতি ঘুমিয়ে পড়ে, তখন দুর্যোগ দেশের দিকে এগিয়ে আসে। তাই আজকে সবার সহযোগিতার মাধ্যমে রাজপথে নেমে এই দুর্যোগ থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। তাহলে অন্যায়ের পতন হবে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে।বিক্ষোভ সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় আবদুল মঈন খান, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা।

সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। টিএসসিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে ভিপি নূরের সংগঠন সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতাকর্মীরা রবিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন, ভিপি নূরসহ তার সমর্থকদের উপর 'অন্যায়-অবিচার' করা হচ্ছে, যাতে তাদের মানবাধিকার ও আইনের শাসন 'লংঘিত' হচ্ছে।এজন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা।

ছয়ের পাতায়

খালেদা জিয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার দাবি বিএনপি নেতা রিজভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আর কষ্ট না দিয়ে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আহ্বান জানিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) বিকালে রাজধানীর নয়া পল্টনে একটি ঝটিকা মিছিলের পরে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে এসব কথা বলেন রিজভী। তিনি মিছিলেও নেতৃত্ব দেন। বিক্ষোভ মিছিলটি নয়া পল্টন থেকে শুরু হয়ে বিজয়নগর মোড় ঘুরে আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।মিছিল শেষে রুহুল কবির রিজভী বলেন, খালেদা জিয়াকে কারামুক্তি না দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো তাকে শারীরিক অসুস্থতায় রেখে জীর্ণ করতে করতে প্রাণ বিপন্ন করা।রিজভীর অভিযোগ, বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি না দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইন, আদালত, বিচার সবকিছু হাতের মুঠোয় নিয়েছেন।রিজভী অভিযোগ করেন, জনগণের দাবি উপেক্ষা করে গুরুতর অসুস্থ বেগম জিয়াকে তার পছন্দ মতো কোনও বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ দিতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হওয়া সত্ত্বেও বেগম জিয়ার প্রতি সরকারের নিষ্ঠুর আচরণে আজ দেশবাসী চরম ক্ষুব্ধ।রিজভী আরও বলেন, বর্তমানে দেশের স্বাধীনতা যে কোনও সময়ের চেয়ে সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে। নিজেদের স্বেচ্ছাচারী কাজে কেউ যাতে জবাবদিহিতা না চায় সেজন্যই তারা গণতন্ত্রকে গোরস্তানে পাঠিয়েছে।

মিছিলে অংশগ্রহণ করেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মৎস্যজীবী দলের আহবায়ক রফিকুল ইসলাম মাহতাব, নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি'র সহ-সভাপতি মাহমুদুর রহমান সুমন প্রমুখ।

'৯৬ সালে আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় যেতে জাপা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো:ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় যেতে জাতীয় পার্টি (জাপা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (আইইবি) মিলনায়তনে জাপার নবমতম জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি এই কথা বলেন। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আমাদের ক্ষমতায় যেতে কিছু আসন কম ছিলো। সেই সময় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জেলে বসে আমাদের সমর্থন দিয়েছিলো। এ কারণে আমরা সেদিন সরকার গঠন করতে পেরেছিলাম। আমরা চির কৃতজ্ঞ। তাদের সেদিনের কথা আমরা ভুলিনি।ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতীয় পার্টির বিরোধী দলে আসার পর তাদের দলে নতুন মাত্রা আসে। তারা জাতীয় সংসদে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে।তিনি বলেন, জাতীয় পার্টি ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের রাজনীতি করেনি। দেশ গঠনে জাতীয় পার্টি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। আগামীতে জাতীয় পার্টি দেশ গঠনে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পা ঘামা থেকে মুক্তি পেতে যা করবেন

পা ঘামা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সে ঘামার মাত্রা যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে আপনার কপালে দুর্ভোগই আছে বলতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম থেকে যে দুর্গন্ধ তৈরি হয় তাতে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে পারেন আপনি। তবে আপনি একটু সচেতন হলেই পা গামা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

জেনে নিন হাত পা ঘামার কারণ — সাধারণত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে আপনার হাত পা ঘামাতে পারে। এছাড়া শরীরের ভেতরের ভারসাম্যহীনতাও আপনাকে ঘর্মাক্ত করে তুলবে। বংশগতভাবে এ রোগ থাকাও হাত পা ঘামার কারণ।

কেন পায়ের দুর্গন্ধ?

পায়ের ঘাম পায়ের দুর্গন্ধের প্রধান কারণ। ঘেমে যাওয়ার পলে পায়ে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এক সময় এই ব্যাকটেরিয়া পায়ে আক্রমণ করে। দীর্ঘক্ষণ পা এই অবস্থায় থাকলে পায়ে দুর্গন্ধ ৃষ্টি হয়। জুতো মোজা নিয়মিত না পরিষ্কার করলেও দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে।

রোধ করুন সহজেই— পা সবসময় পরিষ্কার রাখুন। বাইরে থেকে এসেই পা ধুয়ে ফেলুন। এক্ষেত্রে শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। পা ধোয়ার পর শুকনো তোয়ালে দিয়ে পা মুছে ফেলুন। মোজা প্রতিদিন ধুয়ে দিন। ধোয়ার পর ভালো মতো শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করুন। মাঝে মধ্যে জুতো রোদে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। সম্ভব হলে কয়েক জোড়া জুতো এবং মোজা ব্যবহার করুন। সুতি মোজা ব্যবহার করলে ভালো কারণ সুতি মোজা ঘাম শুষে নেয়। বাজারে ঘাম সুষে নেয় এমন জুতোও পাওয়া যায়। চাইলে এমন জুতো ব্যবহার করুন।

যে খাবারগুলো বিরক্তিকরণ ব্রণ প্রতিরোধে সহায়ক

অনেকেই ঠাট্টা করে বলে থাকেন তরুণ বয়সে ব্রণ তো উঠবেই। কিন্তু কথাটা একেবারেই সত্য নয়। শুধু তরুণ বয়সেই যে ব্রণ উঠে তা নয় সব বয়সেই ব্রণ উঠতে পারে। ব্রণ অনেক কারণে হতে পারে অতিরিক্ত টেনশন, দেহে জলের অভাব, ত্বকে ময়লা ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকে। এই ব্রণের হাত থেকে রক্ষার্থে আসুন জেনে নিই কিছু খাবারের উপকারিতা যেগুলো আপনার ত্বকে ব্রণ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

টাটকা সবুজ শাকসবজি— যেমন লেটুস,, বিভিন্ন শাক সবজি বাঁধাকপি হজমে সহায়তা করে থাকে। এর ফলে আপনার ত্বকে ব্রণ একেবারেই হয় না। এগুলো খেলে ব্রণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

শশাতে ভিটামিন এ সি, ই জল এবং অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে যা ত্বকে ব্রণ ওঠা প্রতিরোধ করে থাকে। তাই যারা ত্বকের অস্বাভাবিক ব্রণ নিয়ে চিন্তিত তারা বেশি করে শশা খেতে পারেন। কাচা রসুনে যদিও একটা উৎকট গন্ধ রয়েছে তারপরও ব্রণ প্রতিরোধে কাচা রসুন বেশ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা রসুনে এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়ার উপাদান রয়েছে যা ব্রণের জীবাণুর সাথে লড়াই করতে পারে এবং এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে।

ব্রণ প্রতিরোধে আরেকটি কার্যকর কাজ করা যেতে পারেন সেটি হল অতিরিক্ত চিনি সমৃদ্ধ চা বা কফি প্রতিদিন না খেয়ে থ্রিন টি কাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। এতে যে ভেষজ উপাদান রয়েছে তা ত্বক থেকে বিভিন্ন ডেটক্স জাতীয় জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে পাশাপাশি বিভিন্ন বিষক্রিয়াকে নিঃসরণ করে ফেলে। ফলেত্বকে কোনো ধরনের ব্রণ উঠে না। টমেটোতে বিভিন্ন ভিটামিন সি এর পাশাপাশি বায়োফ্লেবানয়েড নামক এক ধরনের উপাদান রয়েছে যা মরে যাওয়া ত্বককে সতেজ এবং প্রাণবন্ত করে তুলে। একই সাথে ত্বকের বিভিন্ন ব্রণ নির্মূল করে ফেলে। ব্রণ প্রতিরোধে প্রতিদিনের খাবারে তেল ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন। কারণ তৈলাক্ত ত্বকে তেল ব্রণ তৈরিতে সহায়ক। এর রিবর্তে অলিভ অয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা এটি ত্বককে উজ্জ্বল করে, ত্বকের নিচের রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে এবং ফলে ত্বকে কোনো ধরনের ব্রণ উঠে না। তাই ব্রণ প্রতিরোধে খাবারে তেলের পরিবর্তে অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার বাড়ির সবচাইতে নোংরা জিনিসটি কি?

সবারই ধারণা বাড়ির সবচাইতে নোংরা জিনিসগুলো থাকে টয়লেটে। যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে নিদেনপক্ষে নোংরা জিনিসটি অথবা ডাস্টবিনের কথাটআই মাথায় আসবে সবার। আসলে কিন্তু সবচাইতে নোংরা জিনিসটি আছে আপনার ঝকঝকে পরিষ্কার রান্নাঘরে। আপনি যে স্পঞ্জ দিয়ে সারাদিনের ময়লা বাসনপত্র পরিষ্কারের কাজ করছেন তার চাইতে নোংরা আর কিছু নেই আপনার বাড়িতে। স্পঞ্জের ভেতরে থাকে জীবাণু আটকে থাকার মতো অনেকটা জায়গা। এর মাঝে আটকা পড়ে জীবাণু গড়ে তুলতে পারে বসতি। আমরা ব্যবহারের পর স্পঞ্জ শুধুই জলদ্রদিয়ে ধুয়ে চিপে রেখে দেই। কিন্তু এটাকে ারো ভালোভাবে পরিষ্কার করেন না কেউই। ময়লা প্লেট, হাড়ি, কার্টিং বোর্ড এসবের ময়লা পরিষ্কার করার সময়ে জীবাণুরা স্পঞ্জের ভেতরে জায়গা করে নেয়। আরস্পঞ্জ ব্যবহারের পর আমরা যখন তা রেখে দিই, তখন প্রতি কুড়ি মিনিটে দ্বিগুণ হয়ে যায় এর ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ। এতে থাকতে পারে স্যালমোনেলা, আমাসার জীবাণুর মতো ভয়াবহ সব জীবাণু। এই নোংরা স্পঞ্জ দিয়ে একটা প্লেট ধুয়ে ফেলার পর কি তা আসলেই পরিষ্কার হল? সাবান জল এসব জীবাণু ধুয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু নোংরা স্পঞ্জের কারণ প্লেটের ওপরে থেকে যায় জীবাণুর একটি প্রলেপ। তবে চিন্তিত হবার কিছু নেই। এখন তো জেনে গেলেন এই বিপদের ব্যাপারে। এখন জেনে নিন স্পঞ্জ থেকে জীবাণু দূর করার জন্য কি করতে পারেন আপনি। এর জন্য সবচাইতে ভালো উপাদান হলো ক্লোরিন ব্লিচ। এক ভাগ ব্লিচ মেশাতে হবে নয় ভাগ জল এবং কাজ শেষ করার র এই মিশ্রণে কমপক্ষে ১০-৩০ সেকেন্ড ডুবিয়ে রাখলে দূর হবে জীবাণু। এরপর অবশ্যই ভালোভাবে শুকিয়ে রাখতে হবে স্পঞ্জটি। মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমেও জীবাণু দূর করা যাবে। এর জন্য এক বাটি জল ডুবিয়ে রাখতে হবে সে স্পঞ্জ। এবং এরপর মাইক্রোওয়েভ ওভেনে এই জল ফুটতে হবে। তাহলে মারা যাবে স্পঞ্জের জীবাণুগলো। এ পদ্ধতিতেও স্পঞ্জটি ভালোভাবে শুকিয়ে রাখতে হবে। আর স্পঞ্জ ব্যবহার করে কাজ করার পর শেষ যে কাজটি না করলেই নয়, তা হল নিজের হাত ভালোভাবে ধোয়া। কারণ এই স্পঞ্জের পাশাপাশি আপনার হাতটাও যথেষ্ট নোংরা হয়েছে।

নিজের ত্বক সম্পর্কে যে কয়েকটি বিষয় আপনি একেবারেই জানেন না

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি হল ত্বক। মানবদেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হল এই ত্বক। মানব ত্বক বেশ কোমল আর মসৃণ হয়ে থাকে। তবে আপনি জানেন না ত্বক সম্পর্কে এমন কয়েকটি বিষয় জেনে নিন। ত্বক মানবদেহের একটি বড় অঙ্গ — মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে। তবে মানবদেহের মাঝে ত্বক হল সবচেয়ে বড় একটি অঙ্গ যেটি মানবদেহের উচ্চতা অনুসারে প্রায় ২২ স্কয়ার ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এর মাঝে প্রায় ১১ মাইলেরও বেশি রক্ত ধমনি রয়েছে।

এটি ভারী ত্বকের ওজন অনেক বেশি হয়ে থাকে। আমাদের দেহে সমস্ত ওজনের প্রায় ১৬ শতাংশই ত্বকের ওজন। তাই অন্যান্য যে কোনো অঙ্গের চেয়ে এটি বেশি ভারী হয়ে থাকে।

ত্বকের রং--- আদিমকালের মানুষের ত্বকের রং ছিল একেবারে কালো রংয়ের। তবে ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে পরবর্তীতে মানুষের গায়ের রংয়ে বৈচিত্র্য আসে। সাদা ত্বকের উদ্ভব ঘটে। তবে বর্তমানে বেশ কয়েকটি রংয়ের ত্বকের আবির্ভাব দেখা যায়। অন্ধরা ত্বক দিয়ে অনুভব করে— অন্ধরা সাধারণত চোখ দিয়ে দেখতে পারে না। তাই তারা তাদের যাবতীয় অনুভূতি কাজে লাগায় ত্বকের সাহায্যে। ত্বকের ইন্দ্রিয় শতি এতই প্রখর যে পাশে ঘটা যেকোনো কিছুই তারা ত্বকের সাহায্য বুঝতে পারে।

সংবেদনশীল --- মানবদেহের ত্বক অনেক বেশি সংবেদনশীল।তবে ত্বকের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের অনুভূতি আরো অনেক বেশি হয়ে থাকে। যেমন ঠোঁট, জিহ্বা, নখ, গোপনাঙ্গ ইতাদির সংবেধনশীলতা সচরাচর ত্বকের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। আঙুলের ছাপ — আমরা জানি যে যে কোনো ধরনের অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। কেননা একেক মানুষের আঙুলের রেখা একেকরকম হয়ে থাকে। তবে একটি মানব শিশুর তিন মাসের আগে কোনো ধরনের রেখা হাতের আঙুলে পাওয়া যায় না। ত্বকের গন্ধ --- ত্বকের আলাদা ধরনের গন্ধ রয়েছে। তবে একেক মানুষের ত্বকের গন্ধ একেক ঘাম মানুষটিকে চিনতে সহায়তা করে থাকে। নবজাতকেরত্বক — নবজাতকের ত্বক অনেক বেশি মসৃণ আর নরম হয়ে থাকে। তবে প্রথম জন্মের পরে নবজাতকের ত্বকটি আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। শোয়ার ভিন্নতায় ত্বকের ক্ষতি হয় --- আমরা অনেক বিচিত্রভাবে শুয়ে থাকি। তবে এই শোয়ার ভিন্নতার কারণে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে।

মুখের ত্বকটি যদি কোনো কারণে বিছানার চাদরে ঘষা খায় তবে তা মুখের ত্বকে স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে ফেলতে পারে। দেহের সব অংশের ত্বক একই মাত্রার হয় না। আমাদের দেহের সব অংশের ত্বক একই মাত্রার হয় না। আমাদের দেহের সব অংশের ত্বক একই মাত্রার হয়ে থাকে না। যেমন হাতের ত্বকের তুলনায় মুখের ত্বক অনেক বেশি নরম আর মসৃণ হয়ে থাকে। কয়েকটি স্তরের ত্বক আমাদের দেহের ত্বক তিনটি স্তরের হয়ে থাকে বহিঃত্বক, অন্তত্বক আর সাব স্ক্রিন। অন্তত্বকটি হল মধ্য স্তরের একটি একটি লোয়ার যেটিতে ত্বকে ত্বকের ঘনত্ব প্রায় ৯০ শতাংশই নির্ভর করে।

সাব স্ক্রিন মূলত ত্বকের অন্তরতম একটি অংশ যেটি ফ্যাট আর কোলাজেন দিয়ে তৈরি। আর বহিঃত্বক হল ত্বকের বাহিরের অংশ যেটি আবহাওয়া এবং ত্বকের ভেতরের অংশের মাঝে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ত্বক দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ রক্ত ধমনিতে যতটা তাপ উৎপন্ন হয় তার একটি নির্দিষ্ট অংশ ত্বকের বাহিরে চলে আসে। ফলেদেহের এই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ত্বক।

মাউথওয়াশের ছয়টি অন্যরকম ব্যবহার যা আপনি জানেন না

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ হলে আপনার বাথরুমে অবশ্যই আছে মাউথওয়াশের একটি বোতল। কিন্তু এই মাউথওয়াশ শুধুমাত্র মুখের পরিচ্ছন্নতা রক্ষাতেই নয়, বরং ঘরদোরের আরো কিছু কাজে দারুণ ভূমিকা রাখতে পারে। ১৮৭৯ সালে লিস্টেরিন প্রস্তুত করেন কিন্তু তা মূলত সার্জারির সময়ে অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহার করা হত। এটি মুখের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে তা জানতে পারার পর এটি মাউথওয়াশের হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর মাঝে থাকা অ্যান্টিসেপটিক আরো অনেক কাজ করতে সক্ষম, তবে তার জন্য এই মাউথওয়শে অবশ্যই অ্যালকোহল জাতীয় উপাদান থাকতে হবে।

খুশকি দূর করুন— যখন বেশি বেড়ে যায় তখনই মাথার তালুতে দেখা যায় খুশকি। বেশিরভাগ মাউথওয়াশে ইউক্যালিপ্টন থাকে যা এই ফাঙ্গাস দূর করতে পারে। এক ভাগ মাউথওয়াশের সাথে ৮ ভাগ জল মিশিয়ে তা চুলের গোড়ায় স্প্রে করুন মাথা ধোয়ার পর। তবে অবশ্যই মাথার ত্বকে কাটা ছেঁড়া থাকলে এই কাজ করবেন না। কমিয়ে ফেলুন বগলের দুর্গন্ধ মাউথওয়াশে থাকা ইউক্যালিপটল, থাইমল এবং মিথাইল স্যালিসাইলেট আপনার বগলের জীবাণু মেরে ফেলতে পারে, এতে কমে আসে বগলের দুর্গন্ধ। এই সুবিদা পেতে হলে তুলোয় করে কিছুটা মাউথওয়াশ নিয়ে বগলে ঘষে নিন এবং এরপর আপনার ডিওডোরেন্টে ব্যবহার করুন। ধোয়া কাপড়ের গন্ধ দূর করুন — কাপড় ধোয়ার পরেও অনেক সময় এতে রয়ে যায় একটা গন্ধ। বিশেষ করে ওয়াশিং মেশিন এ ঘটনাটি বেশি হয়।

কাপড় ধোয়ার সময়ে এক কাপ চিনিমুক্ত, রংহীন মাউথওয়াশের ব্যবহার করলে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। পরিষ্কার করুন টয়লেটের কমোড --- মাউথওয়াশ ব্যবহারে কমোডের দাগ উঠবে না, তবে জীবাণু মারা যাবে নিশ্চিত। এক কাপ মাউথওয়াশ ঢেলে দিন কমোডে এবং ব্রাস দিয়ে ঘষে দিন। এছাড়াও প্রতিদিন মাউথওয়াশ দিয়ে কুলি করে তা ফেলে দিতে পারেন কমোডের মাঝেই। ফুল রাখুন তাজা --- ফুল দানিতে ভিজিয়ে রাখা ফুল তাজা রাখতে হলে এক কাপ মাউথওয়াশ ঢেলে দিন ফুলদানির জলে। ফুল দিব্যি তাজা থাকবে বেশ কিছুদিন।

আমাদের মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেয় ডিম

সাধারণত অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথেই ডিম ও ভিটামিন খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। কারণ আপাতদৃষ্টিতে, এটা সবাই জানে, দুর্বল, শরীরে জন্য পুষ্টি ঘাটতি হিসেবে কাজ করে এসব সামগ্রী। কিন্তু অবাক হবেন যখন জানবেন শরীরে স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য আনতে ভিটামিন অথবা ডিম খেলেও এসব খাদ্য আমাদের মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেয়।

ডিম শরীরে উপকারি অনেক পুষ্টির উৎস, এটি শরীরে অনেক কোলেস্টেরল যোগান দেয়। কিন্তু প্রাণীদের উপর একটি গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে খাদ্য হিসেবে কোলেস্টেরল সরবরাহ করলেও ডিম শরীরে শক্তি যোগায় না। বরং শরীরে ডিম মাদকের মতো কাজ করে। এটি সিগারেটেরমতই ক্ষতিকর। আবার অতিরিক্ত ভিটামিন অনেক পুষ্টির উৎস, এটি শরীরে অনেক কোলেস্টেরল যোগান দেয়। কিন্তু প্রাণীদের উপর একটি গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে খাদ্য হিসেবে কোলেস্টেরল সরবরাহ করলেও ডিম শরীরের শক্তি যোগায় না। বরং শরীরে ডিম মাদকের মতো কাজ করে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক দশটি ভাইরাসের কথা

এবোলা ভাইরাসের কথা শুনে আপনার মনে আতঙ্ক তৈরি হতে পারে। তবে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাস নয়। এমনকি এইচআইভিও নয়। তাহলে সবচাইতে বিপজ্জনক ভাইরাস কোনটি?

মারবুর্গ ভাইরাস--- পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাইরাসের নাম মারবুর্গ ভাইরাস। জার্মানির লান নদীর পাশের শহর মারবুর্গের নামে ভাইরাসটির নামকরণ হলেও এই শহরের সঙ্গে সেটির আসলে কোনো সম্পর্ক নেই। হেমোরেজিক জ্বর সৃষ্টিকারী এই ভাইরাসের লক্ষণ অনেকটা এবোলোর মতই, তবে এতে আক্রান্তের মৃত্যুর আশঙ্কা ৯০ শতাংশ।

এবোলো— এবোলো ভাইরাসের পাঁচটি ধরন রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের নামে এগুলোর নামকরণ করা হয়েছে, জাইরি, সুদান, তাই ফরেস্ট, বুন্ডিবিগিয়ো এবং রোস্টান। বর্তমানে গিনিয়া, সিয়েরা লিওন এবং লাইবেরিয়া সহ বিভিন্ন দেশে মহামারী ছড়াচ্ছে। আর এটিই এবোলোর সবচেয়ে মারাত্মক সংস্করণ, যাতে মৃত্যুর শঙ্কা ৯০ শতাংশ।

হেন্টাভাইরাস— হেন্টা ভাইরাস বলতে অনেক ধরনের ভাইরাসকে বোঝানো যায়। ধারণা করা হয় ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় হেন্টা নদীর তীরে অবস্থানকালে মার্কিন সেনারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এতে আক্রান্তের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ফুসফুসে প্রদাহ, জ্বর এবং কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়া।

বার্ড ফ্লু— বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়মিতই আতঙ্ক তৈরি করছে। এটা যৌক্তিকও কেননা এই ভাইরাসে মৃত্যুর হার সত্তর শতাংশ। তবে এতে সংক্রমণ সহজ নয়। শুধুমাত্র হাস মুরগির সংস্পর্শে গেলে এতে সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এশিয়াতে এই ভাইরাস সংক্রমণের হার বেশি। কারণ সে অঞ্চলের অনেক মানুষ মুরগির খুব কাছে বসবাস করেন।

লাসা ভাইরাস— নাইজেরিয়ার একজন সেবিকা প্রথম লাসা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

জুনিন --- আজেন্টিনার হেমোরেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত জুনিন ভাইরাস।

সমস্যা হচ্ছে এটির লক্ষণ অনেক রোগের লক্ষণের মতো হওয়ায় শরুতেই এটি সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাসন ক্রিমিয়া কংগো জ্বরের ভাইরাস টিক পতঙ্গের মাধ্যমে ছড়ায়। তবে ভাইরাসটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়ায়। পশ্চিম আফ্রিকায় এই ভাইরাস ছড়ানোর প্রবণতা বেশি। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেখানকার ১৫ শতাংশ ইঁদুর লাসা ভাইরাস বহন করছে।

মাচুপো ভাইরাস— বলিভিয়ার হেমোরহেজিক জ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত মাচুপো ভাইরাস। এটি ব্লাক টাইপুস হিসেবেও পরিচিত। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর হয়, সঙ্গে শুরু হয় মারাত্মক রক্তপাত।

জুনিন ভাইরাসের মতো এটির বৃদ্ধি ঘটে। মানুষ থেকে মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস--- ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলবর্তী বনভূমিতে প্রথম কিয়াসানুর ফরেস্ট ভাইরাস বা কেএফডি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানীরা। সেটা ১৯৫৫ সালের কথা। এই ভাইরাস টিকের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।

রবিবার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

আজ থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে পঃবঙ্গে

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): সোমবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। গত বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবে শুক্রবার বেলা বাড়ার সঙ্গেই কমে বৃষ্টির প্রকোপ। চলতি বছরের শেষ কয়েকদিন আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে নতুন বছরের শুরুতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাস তাদের।

সোমবার অর্থাৎ আগামীকাল থেকে ধাপে ধাপে তাপমাত্রা বাড়বে। বুধবার তা ১৫ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে। কিন্তু তাপমাত্রা বাড়লেই শীত বিদায় নিচ্ছে না রাজ্য থেকে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশ দাস জানান, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপটে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ১ জানুয়ারি ও ২ জানুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নতুন বছরের পয়লা দিন থেকেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। পয়লা জানুয়ারি সন্ধের পর থেকেই বৃষ্টি শুরু হতে পারে। ২ তারিখ বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। সেদিন দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ে ছে। তবে বাকি জেলাগুলোয় মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। ৩ তারিখ সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর বেলা বাড়লে বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে বলে জানিয়েছেণ তিনি।

দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও। সাব হিমালয়ান অঞ্চলের ওপরে থাকা পাঁচটি জেলা জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার এবং কালিম্পঙে দিনের বেলা 'কোল্ড ডে' রাতের বেলা 'কোল্ড ওয়েভ' অর্থাৎ শৈত্যপ্রবাহের সতর্করা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সাধারণত কোনও দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার থেকে কম হলে সেই দিনকে বলে 'কোল্ড ডে'। ইতিমধ্যেই শিলাবৃষ্টি হয়েছে শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং, কালিম্পঙের বেশ কিছু এলাকায়। সোমবার কলকাতার আকাশ থাকবে প্রধানত পরিস্কার। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। রবিবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল সাধারনত পরিস্কার।

আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন,১১ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৪৮ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

কুশবনীর জঙ্গল ছাড়া করা যাচ্ছে না হাতিদের দলকে, রুজিরুটিতে টান একাংশের

ঝাড়গ্রাম, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : এলাকা ছাড়া করা যাচ্ছে না ঝাড়গ্রামের কুশবনীর জঙ্গলে ঢুকে পড়া হাতিদের দলকে উ জঙ্গলে হাতি থাকায় জঙ্গলে যেতে পারছেন না মানুষজন। যার জেরে রুজিরুটিতে টান পড়েছে ওই জঙ্গলের উপর জীবিকা নির্বাহ করা মানুষজন ।দলমার হাতিদের অন্য দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ভুল পথে ঢুকে গিয়ে একই জঙ্গলে চারদিন ধরে রয়েছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটি হাতির একটি দঙ্গল। জঙ্গলে হাতি থাকায় জঙ্গলে যেতে পারছেন না মানুষজন। আর তার জেরে রুজিরুটিতে টান পড়েছে জঙ্গল লাগুয়া মানুষজনদের। এদিকে জঙ্গলে হাতি থাকায় ব্যাপক আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন কুশবনী জঙ্গল লাগুয়া বুড়িশোল, কপাটকাটা, বড়শোল, বালিজুড়ী, খারাঙ্গ, ফুলঝোড় সহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনেরা।

স্থানীয় ও বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে গত ২৫ ডিসেম্বর লালগড়ের দিক থেকে মালাবতীর জঙ্গল হয়ে বেলপাহাড়ীর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশটি হাতির একটি দল কুশবনীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। বনদফতর হাতি গুলিকে হুলা পার্টি দিয়ে বারে বারে ড্রাইভ করানো চেষ্টা করলেও জঙ্গল থেকে বের করতে পারছে না। জানা গিয়েছে ওই হাতির দলে বেশ কয়েকটি হস্তি শাবক রয়েছে যার ফলে হাতি গুলি জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে না। এদিকে যেহেতু হাতি সাধারণত যাতায়াত করে না। তাই এলাকার মানুষজনেরা রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাতি দেখতে ভিড় জমাচ্ছে কুশবনীর জঙ্গলে। আর হাতি দেখতে গিয়ে হাতির তাড়া খেয়ে পালানোর সময় পড়ে গিয়ে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি অল্প বিস্তর আহতও হয়েছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ বনদফতরকে জানানো সত্ত্বেও হাতি গুলিকে তাড়াচ্ছে না। যদিও বনদফতরের দাবি হাতি গুলিকে ড্রাইভ করানোর চেষ্টা চলছে। হাতিগুলির উপর মনিটরিং করছে বনদফতরের কর্মীরা।

অন্যদিকে ঝাড়্গাম ব্লকের নলবনা গ্রামে দুটি স্থায়ী হাতি দুদিন ধরে তান্ডব চালিয়ে শীতকালীন সব্জির সহ অন্যান্য ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে অভিযোগ। নলবনা গ্রামের বাসিন্দা তারাপদ মাহাত, গৌতম মাহাতরা অভিযোগ করে বলেন, 'দুদিন ধরে দুটি হাতি এলাকার সবজি বাড়িতে তান্ডব চালিয়ে একেবারে তছনছ করছে। বনদফতর হাতি গুলিকে তাড়াচ্ছে না।'

এবিষয়ে ঝাড়্গাম বনবিভাগের ডিএফও বাসব রাজ হোলচ্ছি বলেন, 'কুশবনীর জঙ্গলে বেশ কিছু হাতি রয়েছে। হাতি গুলির সাথে বেশ কয়েকটি বাচ্চা হাতি থাকায় হাতি গুলিকে তাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। হাতি গুলির মুভমেন্ট বুঝে ড্রাইভ করানো হবে। আর যে সমস্ত কৃষকদের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি করেছে তাদেরকে সরকারি নিয়ম অনুয়ায়ী ক্ষতিপুরন দেওয়া হবে।'

পুরুলিয়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): পুরুলিয়ায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি বৈঠকে রয়েছেন জেলার জনপ্রতিনিধিরা। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে কাল পুরুলিয়ায় মিছিল করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা রয়েছে।

রবিবার ঝাড়খণ্ডের রাঁচীতে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পুরুলিয়ায় ফেরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরে তিনি জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন। এদিন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ মন্ত্রী তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি শান্তিরাম মাহাতো বলেন, 'প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যসচিব রাজীব সিংহ শুরু করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী রাঁচী থেকে পুরুলিয়ায় পৌঁছে ওই বৈঠকে যোগ দেন।' পুরুলিয়ার জেলাশাসক রাহুল মজুমদার বলেন, 'বেলগুমা পুলিশ লাইনের প্রেক্ষাগৃহে রবিবার বিকেলের পরে প্রশাসনিক বৈঠক শুরু হয়েছে।'

গত লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ায় দলের বিপর্যয়ের পরে এই জেলায় আসেননি মুখ্যমন্ত্রী। শেষবার প্রশাসনিক বৈঠক করতে এসেছিলেন ২০১৮ সালের নভেম্বরে। মুখ্যমন্ত্রী জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করলেও পুরুলিয়ায় এত দিন আসেননি। তবে তিনি যে কোনও সময়ে আসতে পারেন ভেবে গত নভেম্বর থেকেই জেলা প্রশাসন প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে জেলার সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের বৈঠকে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, যে কোনও দিন মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করতে আসতে পারেন। সেই অনুযায়ী সমস্ত দফতরকেই প্রস্তুত থাকতে বলা হয়।

বৈঠক থেকে জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের জেলার সার্বিক বিকাশের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি একের পর এক আধিকারিক থেকে শুরু করে জন প্রতিনিধিকে

ছয়ের পাতায়

রবিবার ১০২৩ আয়োজিত জন সম্পর্ক অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তারা। ছবি- নিজস্ব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির আখড়া হতে দেওয়া উচিত নয় : রমেশ পোখরিয়াল

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির আখড়া হতে দেওয়া উচিত নয় বলেই রবিবার মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে যাদবপুরে সমাবর্তনে রাজ্যপালকে ঢুকতে না দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। জবাবে তিনি রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই ইঙ্গিত করে বলেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতির আখড়া যেন না হয়। কিন্তু বাংলায় এটা করার চেষ্টা হচ্ছে। এটা সফল হবে না।'

রবিবার এই রাজ্যে একদিনের ঝটিকা সফরে এসেছিলেন নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভার সদস্য তথা কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল। সকালে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বিজেপির টিচার্স সেলের সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। সেখানে ছিলেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোজা যান বিজেপির রাজ্য দফতরে।

নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ২০০৫ সালে সংসদে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এখন এটা নিয়ে তৃণমূল ও কংগ্রেস বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে যারা প্রতারিত হয়ে এসেছে 'সিএএ' তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। সিএএ-র যারা বিরোধিতা করছে তারা দেশের সংবিধান মানছে না। সংবিধান ভারতের মানুষের জন্য। দেশকে ধর্মশালা বানানোর জন্য নয়।'

তিনি বলেন, 'সিএএ-র বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। যুবকদের হাতে রোজগার দিতে হবে। সরকারি সম্পত্তি নষ্টের জন্য পাথর তুলে দেওয়া উচিত নয়।' রাজ্যপাল-নবান্ন সংঘাত নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পোখরিয়ালের জবাব, 'রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী দু'টোই সাংবিধানিক পদ। সেই রীতি মেনে চলা উচিত। আজ কেউ রাজ্যপাল, কেউ মুখ্যমন্ত্রী আছেন। কাল তিনি নাও থাকতে পারেন।' ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেনের শপথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কটাক্ষ, 'বাংলায় তৃণমূলের জমি আলগা হয়ে যাচ্ছে। তাই অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে।'

আজ প্যারাটিচার প্রসঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের তোলা অসহযোগিতার অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। পোখরিয়ালের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্র যে অর্থ দিচ্ছে তা ব্যবহারই করতে পারছে না রাজ্য সরকার। উচ্চ শিক্ষায় দেওয়া অর্থ ব্যবহারই করতে পারেনি রাজ্য সরকার। উদাহরণ দিয়ে বলেন, সমগ্র শিক্ষায় কেন্দ্রের দেওয়া ১১৭৩ কোটি টাকার মধ্যে ৩৭০ কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। দেশের নতুন শিক্ষা নীতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষনা, ভারতের ইতিহাসকে জানা, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাবধারা-এই বিষয়গুলো গুরুত্ব পেতে চলেছে বলে জানিয়েছেন পোখরিয়াল। আঞ্চলিক ২২টি ভাষাকে মজবুত করা হচ্ছে। মাতৃভাষার উপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আরও জোর দিন। কেন্দ্রীয় সরকার পাশে আছে বলেও জানিয়েছেন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী।

এদিন সিএএ ইস্যুতে তৃণমূল ও কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। বিরোধীদের পালটা জবাব দিতে সিএএ-র সমর্থনে প্রচারে নেমে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি। এ রাজ্যেও সিএএ-র সমর্থনে প্রচারে একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রীরা আসবেন। জানুয়ারি মাস জুড়ে প্রচার হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

নাগরিকত্ব নিয়ে আদিবাসীদের অভয় দিলেন ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন সাংসদ উমা সরেন

ঝাড়গ্রাম, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই জনজাতীদের নাগরিকত্বের কোনও প্রমান দেওয়ার প্রয়জন নেই। রবিবার নিখিলভারত বনবসী পঞ্চায়েতের প্রায় হাজার খানেক শবর জনজাতী মানুষের অনুষ্ঠানে এসে লোধা, শবর, আদিবাসী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের অভয় দিয়ে একথা বলেন ঝাড়গ্রামের প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ উমা সরেন।

রবিবার অনুষ্ঠানের শুরুতে শবররা বর্নাঢ্য শোভাযাত্র করে ঝাড়গ্রাম শহরে।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ উমা সরেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত। ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি রেখা সরেন, ঝাড়গ্রামের এসডিপিও সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বরা। তিনশ শবরকে কম্বল প্রদান করা হয়। ছৌ, পাতা, সহ একাধিক বর্নাঢ্য অনুষ্ঠান করেন শবররা।

এদিনের অনুষ্ঠান থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় সরব হন প্রাক্তন সাংসদ উ তিনি বলেন, দেশের প্রচীনতম অধিবাসী হল শবর, আদিবাসীরা। আর তাদের কেই নাগরীকত্বর প্রমান দিতে বলছে বহিরাগত কিছু নেতা। যারা বাইরে থেকে এসেছিলেন একসময় যাদের কে থাকতে দিয়েছিলো এই দেশ, যাদের নাগরিকত্ব দিয়েছিলো এই দেশ। আজ তারাই বলছে নাগরিকত্বর প্রমান দিতে হবে? বাইরের লোককে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে কেন? শবর, আদিবাসী মানুষ কোনও নাগরীকত্বর প্রমান দেবে না। দেশের সবচেয়ে প্রাচীন এই জনজাতী। নাগরিকত্বের কোনও প্রমান দেওয়ার প্রয়জন নেই।

রবিবার ভারতের ছাত্র ফেডারেশন আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদাতারা। ছবি- নিজস্ব।

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন অমিতাভ বচ্চন

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের মহান চলচ্চিত্র কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চনের হাতে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়ে বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন বলেন, আমি গর্বিত, তবে এখনই আমার বিশ্রাম নেওয়ার সময় হয়নি উ আরও কিছু কাজ বাকি আছে।

চলচ্চিত্র দুনিয়ায় তাঁর অবদানের জন্য রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের হাতে হাতে ভারত সরকারের তরফে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর হাতে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভাদেকার, অমিতাভ বচ্চন এর স্ত্রী জয় বচ্চন এবং পুত্র অভিষেক বচ্চন সহ একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেননি অমিতাভ বচ্চন। এমন পরিস্থিতিতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক আলাদাভাবে তাঁর হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার

ছয়ের পাতায়

বিভেদ সৃষ্টি না করে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সম্মিলিত প্রয়াসের আবেদন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থের

শিলচর (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের। তবে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে যাথে কোনও ধরনের বিভেদ সৃষ্টি না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে সংশ্লিষ্টদের। ইঙ্গিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করার তাগিদে সকলকে মিলিত প্রয়াসের আবেদনও রেখেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ।

রবিবার লেখক-সাংবাদিক আব্দুল শুক্কুরের 'বরাকের মণিমুক্তা' শীর্ষক বইয়ের উন্মোচনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছিলেন পোড়খাওয়া প্রবীণ নেতা কবীন্দ্রবাবু। কৌশলে তিনি না বলা অনেক কথাই বলে গিয়েছেন আজ। এনআরসি প্রসঙ্গ থেকে সরে বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই। এটা রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আমাদের আছে তেমনি চলার পথে যাতে বিকৃতি না ঘটে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি থাকতে হবে, বলেন তিনি। প্রবীণ বিজেপি নেতা আরও বলেন, আমাদের মধ্যে যাতে কোনও ধরনের বিভেদ সৃষ্টি না ঘটে এর জন্য সামগ্রিকভাবে সকলকে চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে ভাষাকে কেন্দ্র করে বহুকিছু ঘটছে। তবু নিজেরা সংগঠিত থাকলে সকল বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আমরা যেতে পারব বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন কবীন্দ্র।

বই-এর উন্মোচক শিলচর বার লাইব্রেরির সভাপতি নীলাদ্রি রায় বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, কোনও ভাষা- সংস্কৃতি রক্ষা করতে এ দেশে আইন করে রক্ষাকবজ বানানো হচ্ছে, যা বিশ্বে বিরল ঘটনা। তিনি আরও বলেন, জাতি বেঁচে থাকলে তার ভাষা বেঁচে থাকবে, এর জন্য কোনও রক্ষাকবজের প্রয়োজন নেই। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এখানে কেন নিজেদের 'বঙ্গবাসী অসমিয়া' বলে পরিচয় দেব? তিনি মনে করিয়ে দেন, বাঙালি জাতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-সহ অসংখ্য বিশ্ববিজয়ীকে জন্ম দিয়েছে। উত্তরসূরী হিসেবে তাঁদের কথা কোনও দিন ভুলে যাওয়ার নয়। তিনি বাংলা ভাষা রক্ষা করতে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে আবেদন রাখেন। প্রবীণ সাংবাদিক তৈমুররাজা চৌধুরী বলেনস এটা হচ্ছে আব্দুল শুক্কুরের তৃতীয় বই। বরাক উপত্যকার অতীতে হারিয়ে যাওয়া মনীষীদের নিয়ে লেখা 'বরাকের মণিমুক্তা'য় ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক। এই বই বরাকের পরিচিতি। পরবর্তী প্রজন্মকে চিনিয়ে দিতে ইতিহাসকে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন তৈমুররাজা। এই বইয়ের ভিত্তিতে পরবর্তীতে গবেষণা হবে বলেও মত ব্যক্ত করেন তিনি।

কবি-সাহিত্যিক ড় অমলেন্দু ভট্টাচার্য অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান প্রজন্ম অতীতকে ভুলে গেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাদের মধ্যে অতীত জানার প্রবণতা পর্যন্ত নেই। কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারনেটকে দায়ী করে বলেন, ইন্টারনেট যা দেখাচ্ছে তাকেই এই প্রজন্ম সঠিক অতীত বলে মনে করেন। আজকের বই উন্মোচনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, লেখক আব্দুল শুক্কুর বড়ভুইয়াঁ, মোকব্বির আলি বড়ভুইয়াঁ, মোজাব্বিল আলি লস্কর, লুৎফুর রহমান লস্কর, নয়নমঙ্গল চৌধুরী। এদিন প্রদীপ দত্তরায় এবং খাইরুল জামান মজুমদারকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

অভিযোগ ঢাকুরিয়ায় কোমায় রোগী, অবহেলার অভিযোগ হাসপাতালের বিরুদ্ধে

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): হাসপাতালের অবহেলার জন্য কোমায় চলে গিয়েছেন রোগী রবিবার এমন অভিযোগ উঠেছে ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের বক্তব্য মেলে নি।

জানা গেছে, রানিগঞ্জের বাসিন্দা বছর ৩৯-এর সোমিয়া মজুমদারের গত ২৪ ডিসেম্বর জরায়ুতে টিউমার অপারেশন হয় ওই হাসপাতালে। রোগীর এক বান্ধবীর কথায়, 'অপারেশনের পর চিকিৎসকরা জানান সোমিয়া ভালো আছে। তবে তখন আমাদের ওর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বলা হয়েছিল, একঘণ্টা পর আইটিইউতে শিফট করা হবে সোমিয়াকে। তখন দেখা করবেন।' পরিবারের অভিযোগ, এই কথাবার্তার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর চিকিৎসকরা আচমকাই জানান, সোমিয়ার একবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। পরিবারের দাবি, চিকিৎসকরা সেই সময় বলেন অ্যানেসথেসিয়ার জন্য সোমিয়ার ব্রেনে ৪ থেকে ৫ মিনিট অক্সিজেন পৌঁছয়নি। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতির জন্য কোমায় চলে গিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ভেন্টিলেশনেও দেওয়া হয়েছে রোগীকে। সোমিয়ার বান্ধবী এও জানিয়েছেন যে, একটি ইইজি রিপোর্টেও দেখা গেছে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই কোমায় চলে গিয়েছেন রোগী।

সোমিয়ার পরিবারের কথায়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারের পর অপারেশন থিয়েটারে কিছুক্ষণের জন্য একাই ছিলেন সোমিয়া। সেসময় দায়িত্বরত নার্সদের ডিউটির শিফট চেঞ্জ হচ্ছিল। ফলে সোমিয়ার ব্রেনে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কারও নজরে পড়েনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনেছে সোমিয়ার পরিবার। হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করেছে রোগীর পরিবার।

ওই অভিযোগপত্রে রোগীর পরিবারের তরফে বলা হয়েছে, যে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সোমিয়া, তিনিই অস্ত্রোপচার করেন। অ্যানেসথেসিস্ট হিসেবে ছিলেন অন্য এক চিকিৎসক। অপারেশনের আগেই জানা গিয়েছিল বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে সোমিয়ার। তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কথায়, 'সব পরিস্থিতি জানার পর আমরা আশা করেছিলাম আপনারা রোগীর ঠিকমত দেখভাল করবেন, সঠিক চিকিৎসা করবেন, কিন্তু এক্ষেত্রে যে অপারেশনের পর আপনাদের তরফেই একটা বড়সড় গাফিলতি হয়েছে সেটা স্পষ্ট। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রোগীর পরিবারের আবেদন যে, গোটা বিষয়টা যেন খতিয়ে দেখা হয়। তদন্তের পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যেন উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।'

অমিতাভ বচ্চন

পাচের পাতার পর

ঘোষণা করেছিল। সেই মত এদিন তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ উ

এদিন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণের পরে, অমিতাভ বচ্চন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দেশের মানুষকে অপরিসীম স্নেহের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমি বিনীতভাবে এই সম্মাননাটি গ্রহণ করছি। তিনি বলেন যে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারটি প্রায় পাঁচ দশক আগে শুরু হয়েছিল এবং তিনি প্রায় সেই সময়ের জন্য সিনেমা জগতে সক্রিয় রয়েছেন।সেইসঙ্গে এদিন খানিকটা প্রশ্নের সুরে অভিনেতা বলেন, """যখন এই পুরস্কারের জন্য আমার নাম ঘোষণ হল, তখন আমার মনে একটা সন্দেহ তৈরি হল, এই পুরস্কার কি এটারই ইঙ্গিত দিতে চাইছে যে আমি যথেষ্ট কাজ করে ফেলেছি, এবার ঘরে বসে আরাম করার সময় এসেছে। তবে আমার এখনও কিছু অল্প বিস্তর কাজ বাকি রয়েছে, যেটা আমায় শেষ করতে হবে।""" প্রসঙ্গত, ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্ষেত্র দাদাসাহেব ফালকে হল সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। সিনেমা নির্মাতা ধুনধিরাজ গোবিন্দ ফালকের নামানুসারে এই পুরস্কার ভারত সরকারের তরফে দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রথম নারী হিসাবে অভিনেত্রী দেবিকা রানি এই পুরস্কার পায়েছিলেন ১৯৬৯ সালে। পরবর্তীকালে বীরেন্দ্রনাথ সরকার, পৃথ্বীরাজ কাপুর, পঙ্কজ মল্লিক, রুবি মায়ার্স, কানন দেবী, সত্যজিৎরায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মৃণাল সেন, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, যশ চোপড়া, গুলজার, মান্না দে, শশী কাপুর, তপন সিং সহ বহু ব্যক্তিত্বই দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল এসএসকেএম হাসপাতালের বিরুদ্ধে

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল এসএসকেএম হাসপাতালের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে মৃত্যু হয় ট্রেন দুর্ঘটনায় পরা ওই রোগীর। রবিবার দুপুর পর্যন্ত ময়নাতদন্ত করে ওই রোগীর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় নি হাসপাতাল কতৃপক্ষ।

বর্ধমানের পুলিনপুরের বাসিন্দা কাজল কুমার পান। ৫১ বছর বয়সী কাজলবাবু ২১ ডিসেম্বর, বর্ধমানেই রেল লাইন বেরোনোর সময় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। মাথায় এবং পায়ে সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগে তাঁর। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কাজলবাবুকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। সেদিন রাতেই এসএসকেএম হাসপাতালে সদ্য তৈরি হওয়া ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে আসা হয় কাজল কুমার পানকে। অস্ত্রোপচার করে তাঁর বাঁ পা বাদ দেওয়া হয়। মাথার স্ক্যানও করা হয় একবার।

মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেধে যাওয়ার জন্য তার আরও একটি অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর পরিবারের দাবি, তাঁর ব্রেন হ্যামারেজের বিষয়ে রিপোর্টে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি বলেই জানিয়েছিলেন।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

শর্ত পূরন করতে রাস্তাঘাট প্রশস্থ করা, কভার্ড ড্রেন নির্মাণ সহ অন্যান্য বেশকিছু কাজ রয়েছে। সে কারণেই গাছ কাটা অতি আবশ্যক হয়ে উঠেছে।

পথে

● প্রথম পাতার পর

বরিষ্ঠ আইনজীবী পিযূস কান্তি বিশ্বাস এবং হরেকৃষ্ণ ভৌমিক-এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে হাইকোর্টে মেয়াদ বাড়ানোর দাবি জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন। তবে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিরজিত সিন্হার সঙ্গে টমটম চালক ও মালিকরা সরাসরি বৈঠকে বসবেন।

বিশালগড় হাসপাতালে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ ডিসেম্বর।। রবিবার সকালে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এক বিশেষ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।শিবিরের আয়োজন করে বিশালগড় বিজেপি মন্ডল।এই রক্তদান শিবির আর কোন সংস্থা বা ক্লাবের চেয়ে ভিন্ন ধরনের।বিশালগড় বিজেপি মন্ডল সভাপতির উদ্যোগে যোলজন যুবক অংশ নেয়।সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের জন্মদিন কে কেন্দ্র করে মহকুমা হাসপাতালে যুকরা গিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট কথা বলে রক্তদান করেন।শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব সহ অন্যান্য যুবকরা।এদিনের মহান কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানান সিএমও রতন বিশ্বাস।

হরিণাম সংকীর্তনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার তার নির্বাচনী এলাকা বনমালীপুরের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র চন্দ্রপুর বাজারে বাজার কমিটি আয়োজিত হরিণাম সংকীর্তনে যান। সেখানে তিনি রাজ্য ও রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার চন্দ্রপুর বাজারে হরিণাম সংকীর্তনে গিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আমরা সুখে সমৃদ্ধিতে শান্তিতে থাকতে চাই। সেজন্য তিনি প্রার্থনাও করেন। ত্রিপুরায় সমৃদ্ধি ও শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটাই ত্রিপুরার ঐতিহ্য। এটাই ত্রিপুরার মূল মাপদন্ড। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন অংশের জনগণকে শামিল হতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সকলের দায়িত্ব হলো ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। হরিণাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার শান্তি সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব কামনা করেন।

সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির ১৫তম দ্বিবর্ষ সম্মেলন মেলারমাঠস্থিত শুভমঙ্গলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২০১৯ সকল আয় ব্যায়ের হিসাব বিকাশ করা হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সমিতির সম্পাদক দীপক বরজ জানান রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে ২৫ বৎসর সমিতির একটি নিজস্ব অফিসঘরের জন্য বার বার ধর্ণা ধরেও পাওয়া যায়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই বিপনি বিতান মার্কেটে একটি স্থায়ী অফিসঘর সমিতিকে দেওয়া হয়েছে। এজন্য তিনি বর্তমান সরকার তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পাচের পাতার পর

দাঁড় করিয়ে জানতে চান তার এলাকায় কি কি কাজ হয়েছে ? যদিও জেলার একাধিক কাজ এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ না হওয়ায় জেলার কাজে এদিন অসন্তুষ্ট হন তিনি।

জেলা তৃণমূল সূত্রে জানা যায়, সোমবার এনআরসি ও নয়া নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে নাগরিকদের নিয়ে পুরুলিয়া শহরে পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ সম্মেলন

তিনের পাতার পর

পরিষদের নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, ডাকসু ভবনে হামলায় আহত তাদের যে সব সহকর্মী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছেন তাদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ 'লুকোচুরি করছেন'।পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক বিন ইয়ামিন মোল্লা তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাকে 'নীল নকশা' অভিযোগ করে বলেন, আমরা মোটেও মামলা-হামলায় বিচলিত নই। আমরা শোকে সন্তপ্ত থাকতে পারি, কিন্তু আমরা নড়বড় হয়ে যাইনি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন, পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মশিউর রহমান, মাহফুজুর রহমান, আকরাম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাইফুল হক

তিনের পাতার পর

এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, ২০১৮-এর ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নজিরবিহীন ভোট ডাকাতি ও দিনের ভোট রাতে কেটে নেয়ার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয় ঘটেছে। গত বছর জাতীয় নির্বাচনে প্রায় প্রতিটি আসনে আগের রাতে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ ভোট কেটে নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক কলঙ্কের এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছে।তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন সরকারের অনুগত ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ভোট ডাকাতির প্রধান সহযোগিতে পরিণত হয়েছে। জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে নির্বাচন কমিশন তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব লংঘন করেছে।ঢাকাসহ সারা দেশে কালো দিবসের সমাবেশে সামিল হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কলকাতায় শেষ হল তিন দিনের বিশ্ব সিলেট উৎসব

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): রবিবার কলকাতায় শেষ হল তিন দিনের বিশ্ব সিলেট উৎসব। শুক্রবার থেকে এই উৎসবের আসর বসেছিল যোধপুর বয়েজ স্কুলের মাঠে। শুক্রবার এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ছত্তিরিশগড়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল শেখর দত্ত। এসেছিলেন রাজ্যের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুরজিত করপুরকায়স্থ। তিনিও আধুনা বাংলাদেশের সিলেট বা শ্রীহট্টর ভূমিপুত্র। ছিলেন বন্ধন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ।

চা বাগান, পাহাড়, সুরমা আর মনু নদী নিয়ে পূর্ব বাংলাদেশের সিলেট তার সৌদর্যের ডালি সাজিয়ে পর্যটকদের কাছে দৃষ্টি নন্দন। বিশ্ব সিলেট উৎসবে তুলে ধরা হয় সেই সোন্দর্য, সিলেটের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এবং ঐতিয্যের কথা। বিশ্বের দরবারে সিলেটকে তুলে ধরতে এই উৎসবের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ কলকাতা সিলেট আসোসিয়েশন। ব্যবস্থাপনায় ছিল ওয়াল্ড সিলেট কনভেনশন এডভাইজারী কমিটি।

তাই এই উতবের টানে লন্ডন, কানাডা, সুইডেন, বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা থেকে এসেছেন বহু সিলেটি মানুষ। এসেছিলেন, দিল্লি, আমেদাবাদ, গৌহাটি থেকে অনেক সিলেটি বাঙালি। প্রতিদিনই মূল মঞ্চে ছিল সিলেটের লোকান, মনিপুরি নাচ, সহ নানান সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। বিভিন্ন স্টলে ছিল সিলেটের কারুশিল্প, সিল্ক, এবং নানান স্বাদের খাবার দাবারের স্টল। সেখানে পরিবেশিত হয় বিশেষ করে শুঁটকি মাছের নানান রকমের পদ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিলেট যাত্রার শতবর্ষ হচ্ছে এই বছরই। রবীন্দ্রনাথ সিলেট যান একবারই, ১৯১৯ সালে। কুলাউড়াতে তিনি রাত্রিবাস করেন ট্রেনেই। পরদিন সকালে তিনি রওনা হন শ্রীহট্ট অভিমুখে। কবি শ্রীহট্ট রেল স্টেশনে পৌছন ১৩২৬ বাংলা সালের ১৯ কার্তিক। ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট,কাছাড়,গোয়ালপাড়া, অসমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তারই উল্লেখ করে কবিগুরু লেখেন, 'মমতাবিহীন কালাস্রোতে বাংলার রাস্ট্রসীমা হোতে নির্বাসিতা তুমি সুন্দরী শ্রীভূমি ।

বিশ্ব সিলেট উৎসবের মাঠেই দেখা সুইডেন থেকে আসা এ, কে, সুজাউদ্দিন করিমের সঙ্গে। তিনি জানান,১৮৭৪ সালে ব্রিটিশরা নিজেদের ইচ্ছামত সিলেটকে ভাগ করে। প্রশাসনের সুবিধার জন্য অসমের সঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ সিলেটের সঙ্গে আর একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকেই এর বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তখনই রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'...। যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ত্রিগুনা সেন, হাসান রাজা, অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অমিতাভ চৌধুরী, রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র করপুরকায়স্থ , গায়ক হেমাঙ্গ বিশ্বাস, এরা সকলেই সিলেটের মানুষ। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে যান তখন সেখান থেকেই মনিপুরি নৃত্যকে তুলে আনেন শান্তিনিকেতনে।গৌহাটি থেকে আসা মনোজ নন্দী মজুমদার জানান, ১৯৬২ সালে অসমীয়া এবং বাঙালিদের মধ্যে রায়েট হয়। সেই সময় সিলেটের হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং অসমের ভুপেন হাজারীকা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান গেয়ে গেয়ে সেই হিংসা দ্বেষকে রুখে দেন। সুফিইজম এবং বৈষ্ণবইজমের মেল বন্ধন ঘটিয়েছে সিলেটের গানে। মনোজবাবু জানান, দুই বাংলায় সিলেটই একমাত্র জেলা যাদের ভাষা আদপে বাঙালা হলেও নিজস্ব কথ্য ভাষায় স্ক্রিপ্ট আছে। সিলেটের এই আলাদা লিপির নাম 'সিলেট নাগরী'। এই নিয়ে রীতিমত গবেষনা চলছে। অনেকেই সোস্যাল মিডিয়ায় সেই লিপিতেই লেখেন বলে দেখালেন মনোজবাবু। দক্ষিণ কলকাতা সিলেট আসসিয়েশনের সভাপতি প্রদোষ রঞ্জন দে জানালেন, ১৮৭৬ সালে বিপিন পাল।

শীতবস্ত্র ও ক্রীড়া সমগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ ডিসেম্বর।। বড়দিন উপলক্ষে অন্বেষা শান্ত নীড় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে পূর্ব নলছড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়মুড়া গ্রামে সংরক্ষিত বস্ত্র বিতরণ, ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এলাকার ৭৫জন শিশু, ২৪জন মহিলা এবং ১৮ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে শীতবস্ত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়। সংস্থার সভাপতি নয়ন রঞ্জন সাহা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

এটা উত্তর প্রতুত্তরের সময় নয়, শিক্ষামন্ত্রীর চিঠিতে পাল্টা রাজ্যপাল

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স.):যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয় তুলে ধরে রাজ্যপালকে রবিবার চিঠি দেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষামন্ত্রীর চিঠি পেয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর পাল্টা টুইট করে লেখেন "এটা উত্তর প্রতুত্তরের সময় নয়"উ

রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় লেখেন , 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এনআরসি ও সিএএ বিরোধিতা ও প্রত্যাহার চেয়ে আন্দোলন করছেন। শুধু যাদবপুর নয়, সমগ্র রাজ্যবাসী চায় সিএএ এবং এনআরসি প্রত্যাহার করা হোক'। এরপর তা তিনি টুইটারে জানান সকলকে উ এরপরই চিঠির উত্তর দিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর পাল্টা টুইট করে লেখেন , 'এটা উত্তর প্রতুত্তরের সময় নয়উমুখ্যমন্ত্রীর চিঠিতে দূরদৃষ্টির আভাস পেয়ে ছিলাম। আশা করি সমস্যা মিটবে'উ

প্রসঙ্গত , গত মঙ্গলবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পরেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় উ রাজ্যপালের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় যাদবপুরের পড়ুয়ারা ।পড়ুয়াদের আপত্তিতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল আসায় বিক্ষোভ দেখিয়ে, গাড়ি আটকে কালো পতাকা, গো ব্যাক স্লোগান তোলে পড়ুয়ারাউশেষ পর্যন্ত সমাবর্তনে যোগ না দিয়েই ফিরে যেতে হয় তাঁকে।

মেরামতির জন্য বন্ধ চিৎপুরের ক্যানাল সার্কুলার সেতু

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স): মেরামতির জন্য এবার বন্ধ চিৎপুরের ক্যানাল সার্কুলার সেতুর যান চলাচল। ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা। মেরামতির জন্য আজ দিনভর বন্ধ রয়েছে চিৎপুর ক্যানাল সার্কুলার সেতু।

মেরামতির কারণে গত ২৬ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত রাতে বন্ধ থাকার কথা ছিল এই সেতু। কিন্তু রাত ছাড়া দিনেও কাজ হওয়ার কারণে এদিন দিনভর বন্ধ রাখা হচ্ছে ক্যানাল সেতু। ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেছে পুলিশ। লকগেট উড়ালপুলের দিক থেকে আসা গাড়িগুলো পিকে মুখার্জি রোড হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধর্মতলাগামী গাড়িগুলোকেও অন্য দিক দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে। অনেকটাই বেশি যাত্রাপথ হয়ে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা। রবিবার হওয়ায় এদিন গাড়ির চাপ অন্যান্য দিনের থেকে কম বলে জানিয়েছেন ট্র্যাফিক পুলিশের কর্মীরা। রবিবার রাতের মধ্যেই সেতুর মেরামতি অনেকাংশে সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং সোমবার সকালে খোলা যাবে সেতু বলে আশা কলকাতা পুরসভার কর্মী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের।

পুলিশ জনিয়েছে, ক্যানাল সেতুর ভার বহনের ক্ষমতা কমে গেছে। তার কারণেই অবিলম্বে এই সেতু মেরামতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

● প্রথম পাতার পর

রুখতে তারা সতর্ক নজর রাখবেন বলেও জানিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র ডিরেক্টর মেজর জেনারেল শাফিনুল ইসলাম। সীমান্ত সম্পর্কিত ডিজি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে শাফিনুল ইসলামের নেতৃত্বে দিল্লি সফরে এসেছে বিজিবির একটি প্রতিনিধি দল। সেখানেই এনআরসি নিয়ে বাংলাদেশ সরকার তথা বিজিবির প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়। শাফিনুল ইসলাম বলেন, "এটা (এনআরসি) সম্পূর্ণ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, ভারত সরকার এবং দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত ভাল। তবে ভারতে অনুপ্রবেশ আটকাতে আরও সতর্ক নজরদারি চালানো হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে সমর্থন করায় বিএসপি বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কার করলেন মায়াবতী

লখনউ, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)কে সমর্থন করায় দল থেকে বহিষ্কার করা হল বহুজন সমাজবাদী পার্টি (বিএসপি)বিধায়ককে উ সিএএ-কে সমর্থন করায় মধ্যপ্রদেশের পাথারিয়ার বিধায়ক রামাবাই পরিহারকে দল থেকে বহিষ্কার করলেন দলের সুপ্রিমো মায়াবতী উ রবিবার টুইট করে জানিয়েছেন স্বয়ং বিএসপি সুপ্রিমো।

প্রথম থেকেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতা করেছে এসেছেন সমাজবাদী পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী ও তাঁর দল উ কিন্তু দলের বিরুদ্ধে গিয়ে এই আইনকে সমর্থন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের পাথারিয়ার বিধায়ক রামাবাই পরিহার উযার মূল্য দিতে হল ওই বিধায়ককে উ দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করেছেন মায়াবতী। রবিবার টুইট করে জানিয়েছেন স্বয়ং বিএসপি সুপ্রিমো। আইন টুইট করে মায়াবতী জানিয়েছেন, "বিএসপি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দল। সাংসদ বা বিধায়ক যিনি সেই শৃঙ্খলা ভাঙার চেষ্টা করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"তাঁর আরও সংযোজন, """সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে সমর্থন করার জন্য বিএসপি বিধায়ক রামাবাই পরিহারকে বহিষ্কার করা হল। কোনও দলীয় কাজেও তিনি অংশ নিতে পারবেন না।"""

উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বার বার সরব হয়েছেন মায়াবতী উ সিএএ-র বিরুদ্ধে দেশজুড়ে চলমান বিক্ষোভের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন মায়াবতী। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয় এবিষয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি উ শনিবার বিকেলে এক টুইটবার্তায় বিএসপি সুপ্রিমো তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী লিখেছেন, ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারত বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাওয়ের প্রয়োজন মনে করেনি কংগ্রেস। সেই সময় জনহিতের বিষয়ে অবহেলা করে গিয়েছে তারা। এর ফলে দলিত, মুসলমান এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সেই কারণেই এখন বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সিএএ-কে সমর্থন করায় দলীয় বিধায়ককে বহিষ্কার করেন বিএসপি নেত্রী।

কলকাতা পুলিশের নামে ভুয়ো বিজ্ঞাপন, তদন্ত শুরু

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): কলকাতা পুলিশের নাম ভাঁড়িয়ে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজনের মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেওয়ার অভিযোগ উঠল একটি সংস্থার বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কলকাতা পুলিশের তরফে সাফ জানানো হয়েছে এবছর তাঁদের তরফ থেকে কোনও ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়নি।

পুলিশ সূত্রের খবর, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের আওতায় মামলা রুজু হয়েছে। হঠাৎ কেন তারা সরাসরি এ ধরনের বিজ্ঞাপন দিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কলকাতা পুলিশের অনুমতি না নিয়ে তাদের নাম কেন ব্যবহার করা হল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

শীতের শুরুতে প্রায় প্রতিবছরই শহরে এই ধরনের ম্যারাথনের আয়োজন করে কলকাতা পুলিশ। এবছর তেমনই এক প্রতিযোগিতার খবর ছড়িয়ে পড়ে শহরে। প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয় কলকাতা পুলিশের নামও। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ মিথ্যে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানায় কলকাতা পুলিশ। তাঁদের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন কোনও ম্যারাথনের আয়োজন করেনি পুলিশ। তবে কেন এই ধরণের ভুয়ো বিজ্ঞাপন দেওয়া হল ? ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত, তাদের বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না তা জানার চেষ্টায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নতুন বছরে শহরের রাস্তায় ছুটবে ১০ টি সিএনজি বাস

কলকাতা,২৯ ডিসেম্বর (হি.স.): বর্তমানে কলকাতা শহরে দূষণের মাত্র ক্রমাগত বেড়েই চলেছে উ তাই শহরবাসীকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে এবার উদ্দ্যোগ নিল পরিবহন দফতর উ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী বছর শহরের রাস্তায় চলবে দূষণ নিয়ন্ত্রক কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস চালিত ১০ টি বাসউ

রাজ্যের দূষণমাত্রা মাত্রা ছাড়াউ দূষণের কারণে শ্বাসকষ্ট জনিত নানা ব্যাধি হচ্ছে উ বৃদ্ধ থেকে শিশু ক্রমাগত দূষণের শিকার হচ্ছে উ তাই পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে ও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সিএনজি বাস চালাতে উদ্যোগী রাজ্য উএই প্রসঙ্গে পরিবহন দফতরের তরফে বলা হয়, ২০২০তেই চালু হতে চলেছে দূষণ নিয়ন্ত্রক কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস (সিএনজি)চালিত ১০ টি বাস।

মিলনস্থল

● প্রথম পাতার পর

তিনি আসেননি এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম)-এর কার্যকরী সভাপতি হেমন্ত সোরেন। তাঁর সঙ্গেই মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন জেএমএম-এর দু'জন কংগ্রেসের এক জন। রাঁচীর মোরাবাদী মাঠে সুবিশাল মঞ্চে শপথবাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল দ্রৌপদী মুর্মু।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলেন শনিবারই। বাকি অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন অশোক গহলৌত, ভূপেশ বাঘেলের মতো মুখ্যমন্ত্রীরা। এ ছাড়া কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে রয়েছেন রাহুল গাঁধী, পি চিদম্বরম। ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি, শরিক আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদব-সহ দলের অন্য নেতারাও রয়েছেন শপথগ্রহণে। বাম দলের পক্ষ থেকে রয়েছেন সীতারাম ইয়েচুরি ও ডি রাজা।

৮১ আসনের ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জেএমএম, কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) এক জোট হয়ে ভোটে লড়ে বিপুল সাফল্য পেয়েছে। একক বৃহত্তম দল হিসেবে জেএমএম ৩০টি আসন, কংগ্রেস ১৬টি এবং আরজেডির একটি আসন মিলিয়ে জোটের দখলে মোট ৪৭টি আসন। অন্য দিকে বিজেপি ২০১৪ সালে ৩৭ আসন পেয়েছিল। এ বার তাদের আসন কমে হয়েছে ২৫।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যায় ।হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইক চালক শুভংকরের অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়।জিবি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে।তবে বিশালগড় থানায় একটি দুর্ঘটনার মামলা ঋজু হয়েছে।তার মৃত্যুর খবর পেয়ে গোটা কানাইবাড়ি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি ব্রিজ নির্মাণ জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি। এই দাবি পূরণেও আশ্বাস প্রদান করেন তিনি। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার আওতায় রাস্তা সংস্কার যেন দ্রুত হয় এবিষয়েও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। রবিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছেন জোলাইবাড়ির জনগণ।

স্পোর্টস

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ১০৭ রানে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকা

সেঞ্চুরিয়ন, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের মাটিতে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় হাসিল করল দক্ষিণ আফ্রিকা। রবিবার সেঞ্চুরিয়নে ৩৭৬ রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৮ রানে গুটিয়ে যায় জো রুটের দল। ফলে চার টেস্টের সিরিজে ১০৭ রানে জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেইসঙ্গে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল প্রোটিয়ারা।

রবিবার সেঞ্চুরিয়নে ১ উইকেটে ১২১ রান নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করে ব্রিটিশ ক্রিকেটাররা। দিনের শুরুতে প্রোটিয়াদের আনন্দের উপলক্ষ্য এনে দেন নতশে। আগের দিনের ৭৭ রানের সঙ্গে আর ৭ রান যোগ করতেই ব্যক্তিগত ৮৪ রানে সাজঘরে ফেরেন ওপেনার রোরি বার্নস। এরপর প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন জো ডেনলি ও রুট। প্রিটোরিয়াসের বলে এলবিডব্লিউর শিকার হয়ে ডেনলি ফিরলে ফের চাপে পড়ে সফরকারীরা। তবে ইংল্যান্ড বিপর্যয়ে পড়ে লাঞ্চ থেকে ফেরার পর। দলের দুঃসময়ে কেশব মহারেজের বলে বেন স্টোকস বোল্ড হন ব্যক্তিগত ১৪ রানে। এর পরপরই ফেরেন জনি বেয়ারস্টো (৯)। সতীর্থদের যাওয়া আসার মাঝে লড়াই করছিলেন রুট। কিন্তু ইংলিশ অধিনায়ক ফিফটি থেকে ২ রান দূরে রাখতে দলীয় ২৩২ রানে নতশের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হন। এরপর দলকে লড়াইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন জশ বাটলার। কিন্তু ইংলিশ উইকেটরক্ষককে সঙ্গ দিতে পারেননি কেউ। রাবাদা-নতশের তোপে দ্রুত সাজঘরে ফেরেন স্যাম কারেন (৯), জোফরা আর্চার (৪), স্টুয়ার্ট ব্রড ৬)। কোনও বলের মোকাবিলা না করে অপরাজিত ছিলেন জিমি অ্যান্ডারসন। তার আগে ব্যক্তিগত ২২ রানে ফেরেন বাটলার। সব মিলিয়ে ২৬৮ রানে গুটিয়ে যায় জো রুটের দল।

প্রোটিয়াদের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন রাবাদা। নতশের শিকার ৩টি।প্রথম ইনিংসে ১৮১ রানে অলআউট হয় ইংল্যান্ড। এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা প্রোটিয়ারা প্রথম ইনিংসে করে ২৮৪ রান। ফাফ ডু প্লেসিসের দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭২ রান করে লক্ষ্য নেয় ৩৭৬ রানের। আর এর মোকাবিলা করতে গিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৮ রানে গুটিয়ে যায় জো রুটের দল। ফলে চার টেস্টের সিরিজে ফলে চার টেস্টের সিরিজে ১০৭ রানে জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেইসঙ্গে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল প্রোটিয়ারা। প্রথম ইনিংসে ৯৫ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪ রান নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন উইকেটরক্ষক কুইন্টন ডি কক।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন ভুবনেশ্বর

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভুবনেশ্বর কুমারকে ফের জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যাবে কিনা, তা নিয়ে ঘোরতর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম সেরা পেসার ভুগছেন স্পোর্টস হার্নিয়ায়। সময়মতো তাঁর হার্নিয়া ধরা না পড়ায়, অবস্থার অবনতি হয়েছে। পরিস্থিতি এমনই যে কবে তাঁর অপারেশন হবে, বা কবে তিনি মাঠে ফিরবেন কোনওটাই বলতে পারছেন না স্বয়ং ভুবি। চোটের জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই জাতীয় দলে অনিয়মিত ভুবনেশ্বর। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দলের বাইরেই থাকতে হয়েছিল তাঁকে। এমনকি, বিশ্বকাপের তিনটি ম্যাচেও খেলতে পারেননি ভারতীয় পেসার। সুস্থ হওয়ার মাস চারেক পর জাতীয় দলে ফিরেছিলেন ভুবি। মুম্বইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ ফের চোট পান ভুবি। এরপর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে পরীক্ষানিরীক্ষার পর জানা যায়, ভুবনেশ্বর কুমার বেশ কিছুদিন ধরেই 'স্পোর্টস হার্নিয়া'য় ভুগছেন। অথচ, ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসকরা তা ধরতে পারেননি। তাঁর হার্নিয়ার পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, কবে তিনি জাতীয় দলে ফিরবেন, তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি, আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ফিরতে পারবেন কিনা, সেটাও অনিশ্চিত।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা পিটার সিডল-র

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার পিটার সিডল। তবে জাতীয় দলকে বিদায় জানালেও অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলতে দেখা যাবে পিটার সিডলকে। স্থানীয় লিগে ভিক্টোরিয়া ও বিগ বাশে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারের হয়ে খেতে দেখা যাবে তাঁকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে অবসর জানানোর পর পিটার সিডলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তিনি বলেন, অবসরের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন। তিনি অ্যাসেজ খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। নিজের সেই ইচ্ছার কথা জাতীয় দলের সতীর্থ ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকেও জানিয়েছিলেন সিডল। কিন্তু সেই সুযোগ না পেয়ে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান অস্ট্রেলিয়ার এই ডান-হাতি পেসার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭টি টেস্টে ২২১টি উইকেট নেওয়া ৩৫ বছরের পিটার সিডলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় ২০০৮ সালে। মোহালিতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন তিনি। সেই টেস্টে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের গুরুত্বপূর্ণ উইকেটও নিয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের নিয়মিত সদস্য হয়ে যান তিনি। ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজ টেস্টে হ্যাটট্রিক করেন সিডল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা পিটার সিডল-র

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার পিটার সিডল। তবে জাতীয় দলকে বিদায় জানালেও অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলতে দেখা যাবে পিটার সিডলকে। স্থানীয় লিগে ভিক্টোরিয়া ও বিগ বাশে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারের হয়ে খেতে দেখা যাবে তাঁকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে অবসর জানানোর পর পিটার সিডলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তিনি বলেন, অবসরের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন। তিনি অ্যাসেজ খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। নিজের সেই ইচ্ছার কথা জাতীয় দলের সতীর্থ ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকেও জানিয়েছিলেন সিডল। কিন্তু সেই সুযোগ না পেয়ে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান অস্ট্রেলিয়ার এই ডান-হাতি পেসার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭টি টেস্টে ২২১টি উইকেট নেওয়া ৩৫ বছরের পিটার সিডলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় ২০০৮ সালে। মোহালিতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন তিনি। সেই টেস্টে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের গুরুত্বপূর্ণ উইকেটও নিয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের নিয়মিত সদস্য হয়ে যান তিনি। ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজ টেস্টে হ্যাটট্রিক করেন সিডল। নবম অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে এই কৃতিত্বের অধিকারি হন তিনি। অজি শিবিরের হয়ে ২০টি একদিনের ও ২টি টি-২০ ম্যাচও খেলেন সিডল।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্ট ২৪৭ রানে জিতল অস্ট্রেলিয়া

মেলবোর্ন, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাথান লায়ান ও জেমস প্যাটিনসনের দাপটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্ট ২৪৭ রানে জিতল অস্ট্রেলিয়া। একই সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক টেস্ট সিরিজেও ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন অজিরা। শনিবার তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে ৪৫৬ রানে। হাতে এখনও ৬ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের পক্ষে আরও বড় ধাক্কা, চলতি টেস্ট তো বটেই, সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন ট্রেন্ট বোল্ট। ব্যাট করার সময় ডান হাতে চোট পেলেন তিনি। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৪৬৭ রানের জবাবে ১৪৮ রানেই মুড়িয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। সৌজন্যে অস্ট্রেলিয়ার তিন পেসার। একমাত্র টম লাথাম (৫০) বাদে কেউই দাঁড়াতে পারেননি। দুরন্ত বোলিং করলেন প্যাট কামিন্স। ২৮ রানে ৫ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সফলতম বোলার তিনিই। জেমস প্যাটিনসন ৩৪ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। মিচেল স্টার্কের ৩০ রানে ২ উইকেট। প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে নিউজিল্যান্ড। ওপেনার টম লাথাম (৫০) ছাড়া কোনও কিউয়ি ব্যাটসম্যানই লড়াই করতে পারেননি। ফলে প্রথম ইনিংসে ১৪৮-র বেশি রান তুলতে পারেনি কেন উইলিয়ামসন শিবির। ৫ উইকেট নেন প্যাট কমিন্স। ৩ ও ২ উইকেট নেন যথাক্রমে জেমস প্যাটিনসন ও মিচেল স্টার্ক। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১৬৮ রান তুলে ডিক্লিয়ার দিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। অজি শিবিরের হয়ে ৩৮, ৩৫ ও ৩০ রান করেন যথাক্রমে ডেভিড ওয়ার্নার, জো বার্নস ও ম্যাথু ওয়েডস। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৩ উইকেট নেন পেসার নেইল ওয়াংগার। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৮৮ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ২৪০ রানে শেষ হয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ওপেনার টম ব্লুন্ডেল (১২১) ছাড়া কেউই ক্রিজে স্থায়ী হননি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৪ ও ৩ উইকেট নেন যথাক্রমে নাথান লায়ন ও জেমস প্যাটিনসন।

ইনজামাম বললেন, পাকিস্তানিরা বড় হৃদয়ের মানুষ

দানিশ কানেরিয়াকে তোলপাড় চলছে পাকিস্তানের ক্রিকেটমহলে। দেশটির সাবেক পেসার শোয়েব আখতার এর আগে টিভি অনুষ্ঠানে বলেছেন, পাকিস্তানের কিছু ক্রিকেটার কানেরিয়ার সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। কানেরিয়ার ধর্মবিশ্বাসের কারণে তার সঙ্গে খেতে চাইতেন না কিছু খেলোয়াড়। এরপর থেকে শুরু হয়েছে হইচই। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ইনজামাম-উল-হকের দাবি, তিনি নেতৃত্বে থাকতে অমুসলিম কোনো ক্রিকেটার কখনোই বাজে আচরণের শিকার হননি। ধর্মবিশ্বাস যাই হোক, পাকিস্তানিদের হৃদয় যে বড় তা নিয়ে উদাহরণও দিয়েছেন কিংবদন্তি এ ব্যাটসম্যান ইনজামামের উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'হিন্দুস্তান টাইমস'। কানেরিয়া পাকিস্তানের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি খেলেছেন ইনজামামের অধীনে। এ কথা ইনজামাম নিজেই জানিয়ে জাতীয় দলে উদারমনা সংস্কৃতির একটি উদাহরণও টেনেছেন, 'ইউসুফও কিন্তু দলে ছিল, সে ছিল অমুসলিম। সৃষ্টিকর্তার কৃপায় সে মুসলিম হয়ে মোহাম্মদ ইউসুফ হয়েছে। তার আগে ইউসুফ ইয়োহানা থাকতে সে কখনোই বাজে কোনো অভিজ্ঞতা পায়নি কিংবা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও এমন কিছু ঘটেনি। এমন কিছু ঘটলে আমার মনে হয় না সে ধর্মান্তরিত হতো।'

অবসর নেওয়ার পর কোচিং ও নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করা ইনজামাম মনে করেন, পাকিস্তানিরা বড় হৃদয়ের মানুষ। এর পক্ষেও উদাহরণ দিয়েছেন ৪৯ বছর বয়সী সাবেক এ ব্যাটসম্যান, '২০০৪ সালে ১৫ বছর পর পাকিস্তান সফরে এসেছিল ভারতীয় দল। পাকিস্তানিরা তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনাই জানিয়েছিল। খাবার খেতে, কেনাকাটা করতে কিংবা ট্যাক্সি করে তারা (ভারতীয় ক্রিকেটার) যেখানেই গিয়েছে কেউ টাকা নেয়নি। এক বছর পর আমরা ভারত সফরে যাই। এ দুটি সফরেই আমি অধিনায়ক ছিলাম। ভারতের কাছ থেকেও আমরা একই অভ্যর্থনা পেয়েছি। আতিথেয়তা দিতে তাদের দরজা খোলা ছিল। তারা খাবার তৈরি করেছে আমাদের জন্য, কেনাকাটায় এক পয়সাও নেয়নি।'

এর আগে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'পিটিভি স্পোর্টস'-এর 'গেম অন হ্যায়' অনুষ্ঠানে শোয়েব জানান, পাকিস্তানের কিছু ক্রিকেটার কানেরিয়ার সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। নিষিদ্ধ থাকা এ লেগির ধর্মবিশ্বাসের কারণে তার সঙ্গে খেতে চাইতেন না কিছু খেলোয়াড়। পরে শোয়েবের দাবির পক্ষে সব স্বীকার করে সমর্থন জানান কানেরিয়া। পাকিস্তানের টেস্ট ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি কানেরিয়া দেশটির জাতীয় দলে খেলা দ্বিতীয় হিন্দু ক্রিকেটার। তাঁর মামা অনিল দালপুত ছিলেন পাকিস্তান দলে খেলা প্রথম হিন্দু ক্রিকেটার।'একসঙ্গে খেতে না চাওয়া'র তথ্যটি খণ্ডন করে ইনজামামের মন্তব্য, 'একসঙ্গে খেতে পছন্দ না করার যে দাবি করা হয়েছে, সেটি নিয়ে বলছি২০০৫ সালে ভারত সফরের আগে একটি শুটিংয়ের জন্য আমি কলকাতায় যাই। ভারতীয় দল থেকে সেখানে (সৌরভ) গাঙ্গুলী ছিল। তার (শুটিংয়ের) আগে আমি ও শচীন মিলে সৌরভের একটি রেস্তোরাঁ উদ্বোধন করেছিলাম। সৌরভ তার রেস্তোরাঁ থেকে আমাকে খাবার পাঠাত এবং আমি তা খেয়েছি।'পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সঙ্গে কথোপকথনের একটি উদাহরণও টেনেছেন ইনজামাম, 'প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ একবার আমাদের দাওয়াত করলেন। সেখানে তিনি আমাকে বললেন, শুনেছি যেসব ক্রিকেটার নামাজ পড়ে, দাঁড়ি রাখে তারা ছাড়া তুমি অন্য কাউকে দলে টানো না। এ কথা শুনে হেসে ফেলি। মোশাররফ সাহেব আমাকে ভালোবাসতেন, জানতে চাইলেন আমার জবাব দিচ্ছি না কেন? বললাম, ধর্ম ধর্মের জায়গায় আর ক্রিকেট ক্রিকেটের জায়গায়। এ দুটো বিষয় কখনো মেশে না আর আমার তাতে বিশ্বাসও নেই। যদি মনে করি আমি দ্বীনের পথে আছি তাহলে আমার দ্বীন বলে, বিচারের সময় কে মুসলিম কে অমুসলিম তা না দেখে বিচার করতে হয়।'২০০০ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে অভিষিক্ত কানেরিয়া ২০০৯ সালে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে জড়িয়ে পড়েন স্পট ফিক্সিংয়ে। ইসিবি তাঁকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করে। ২০১০ সালের পর পাকিস্তানের হয়ে আর খেলার সুযোগ পাননি ৩৯ বছর বয়সী এ লেগ স্পিনার।

এদিকে কানেরিয়ার মন্তব্য টুইটারে প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের ক্রিকেট সাংবাদিক সাজ সাদিক, 'আমি দেশ বিক্রি করিনি কিংবা দেশ বেচে টাকা নিইনি। যারা দেশ বেচে টাকা নিয়েছে কিংবা জেলেও গিয়েছে তাদের দলে ফেরানো হয়েছে। ফিক্সিংয়ে যাদের নাম এসেছে তাদের টিভি চ্যানেলে কিংবা পিসিবিতে ডাকা হয়।'কানেরিয়া বর্তমানে আর্থিকভাবে মোটেও ভালো নেই। এর আগে পাকিস্তানের ক্রিকেট সংগঠক থেকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাছেও সাহায্য চেয়েছেন তিনি। সাজ সাদিকের টুইটে এ নিয়ে আরেকটি মন্তব্য রয়েছে কানেরিয়ার, 'গত ১০ বছর ধরে বেকার বসে আছি। কোনো আয়-রোজগার নেই। কে সাহায্য করেছে? আমার তো পরিবার আছে। কে সাহায্য করবে? দয়া করে টিভি চ্যানেলে গিয়ে আমাকে নিয়ে মিথ্যা না বলে সত্য কথাটা বলুন।'

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ শুধু বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে

গতবার সিলেট, কক্সবাজার ও ঢাকায় হয়েছিল বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ। এবার হবে শুধু ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে।গতবার সিলেট, কক্সবাজার ও ঢাকায় হয়েছিল বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল। এবার খেলা হবে শুধু ঢাকাতেই। ১৫ জানুয়ারি শুরু হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ হবে ২৫ জানুয়ারি। আজ দুপুরে বাফুফে ও টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষকের স্বত্ব কিনে নেওয়া কে স্পোর্টসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জানানো হয় এসব তথ্য।ঢাকার বাইরে খেলা না দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর নামে টুর্নামেন্ট। এজন্য এবারের পুরো আয়োজন আমরা বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামেই করতে চাই।' গতবারের মতো এবারও ইংল্যান্ড থেকে তৈরি করা হবে সোনার প্রলেপযুক্ত চ্যাম্পিয়ন ট্রফি। ট্রফি ঢাকায় আসবে আগামী ৮ জানুয়ারি। ফাইনালে মাঠে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।স্বাগতিক বাংলাদেশ দলের সঙ্গে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার কথা লাওস, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া ও কিরগিজস্তান দলের। আগামী ৪ জানুয়ারি রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে হবে টুর্নামেন্টের ড্র ও লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠান। আজ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি সই করেন বাফুফের সিনিয়র সহসভাপতি ও স্থানীয় আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম মুর্শেদী এবং কে স্পোর্টসের প্রধান নির্বাহী ফাহাদ এম এ করিম।এবারের বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের অন্যতম আকর্ষন হতে পারেন ফিফার কিংবদন্তি ফুটবলারেরা। গত এপ্রিলে অনূর্ধ-১৯ বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক ফুটবলের প্রচারণার অংশ হিসেবে ঢাকায় এসেছিলেন কলম্বিয়ার দুই বিশ্বকাপ তারকা জেসিকা হার্তাদো ও ক্যাথরিন ফ্যাবিওয়ালা। ওই দুই তারকাকে এনেছিল কে স্পোর্টস। এবার তারা দিতে পারে আরও বড় চমক।বাফুফে সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগের কথাতেই মিলল চমকের আভাস, 'আমরা ব্যাপারটা নিয়ে ফিফার সঙ্গে আলোচনা করেছি। ইউরোপে এখন বড়দিনের বন্ধ চলছে। তাই ফিফার কার্যালয়ও বন্ধ। ফিফায় কিংবদন্তি ফুটবলারদের একটি শাখা আছে। আমরা তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছি। বঙ্গমাতার মতো বঙ্গবন্ধু টুর্নামেন্টেও ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে আমরা কিংবদন্তিদের চেয়েছি। নূন্যতম একজন কিংবদন্তিকে পেতে পারি আমরা।' তাঁর আশা, আগামী ৪—৫ জানুয়ারির মধ্যে ফিফার সাড়া পাওয়া যাবে।ফিফার এই কিংবদন্তির তালিকায় আছেন ব্রাজিলের সাবেক বিশ্বকাপ তারকা রোনালদিনহো, ইতালির পাওলো মালদিনি, হল্যান্ডের রুদ খুলিত, মার্কো ফন বাস্তেন ও আইভরি কোস্টের দিদিয়ের দ্রগবার মতো ফুটবলাররা।

ফুলানো-ফাঁপানো হয়েছে শোয়েবের কথা

কী বোমাটাই না ফাটিয়েছিলেন শোয়েব আখতার! দানিশ কানেরিয়া হিন্দু তাই তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সতীর্থ খেতে চাইতেন না, এমন দাবিই করেছিলেন পাকিস্তানি সাবেক ফাস্ট বোলার। ফল, গত কয়েক দিন ধরেই উত্তাল পাকিস্তানের ক্রিকেট। কানেরিয়া-কাণ্ডটা পাকিস্তানবিরোধীদের হাতেও দারুণ এক অস্ত্র তুলে দিয়েছে।যার এক মন্তব্যে এতসব কাণ্ড সেই শোয়েব আজ বললেন তাঁর কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইউটিউবে আপলোড করা ভিডিওতে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম দ্রুতগতির বোলার বলেছেন তাঁর কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা হয়েছে।রাত আড়াইটায় টুইটারে শোয়েব লেখেন, 'আমার কথা কী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে তা আমি দেখেছি। আমার কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করা হয়েছে, অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেসব সমালোচনা করা হচ্ছে সেগুলোর প্রতিটির জবাব বিস্তারিতভাবে দিয়েছি। ইউটিউবে ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবেন আমি কী বলার চেষ্টা করেছিলাম।'ভিডিওতে শোয়েব দাবি করেছেন পাকিস্তান দলে ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর সংস্কৃতি সব সময়ই ছিল, 'যাই হোক না কেন প্রতিটি খেলোয়াড়কে সম্মান দেখাতে হবেঅলিখিত এই নিয়মটা চালু ছিল দলে। তবে কিছু খেলোয়াড় নিয়মটা মানতে চাইত না। এটা আমাদের আচরণবিধি নয়। মাত্র ১-২ জন খেলোয়াড় এমন করত। সারা বিশ্বেই এমন মানুষ পাওয়া যায় যারা কিনা বর্ণবাদী কিংবা জাতিগত বিদ্বেষী কথাবার্তা বলে বেড়ায়।'শোয়েবের দাবি পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে বর্ণবাদ বা জাতিগত বিদ্বেষের জায়গা নেই, 'আমাদের সামাজিকভাবেই উচিত এ সবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া। আমি এই সমাজেরই অংশ এবং সেটিই করেছি। আমি বলেছি এভাবে কথা বললে (কানেরিয়ার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে) একদম বের করে দেব। কারণ এ রকম করাটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। আমরা জাতি হিসেবে এ ধরনের বৈষম্যমূলক চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। গত ১০-১৫ বছরে সমাজ হিসেবে আমাদের বেশ উন্নতি হয়েছে।'

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আজকের যুব সমাজ নৈরাজ্য, অরাজকতা, আত্মীয়পোষণ পছন্দ করে না ': মান কি বাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রশংসা করে বলেন, যুবকরা প্রতিদিন নতুন কিছু করতে চান। রবিবার রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাতকে তিনি বলেন, দেশের যুবকরা সঠিক ব্যবস্থা পছন্দ করেন এবং যারা এটি অনুসরণ করে না, প্রতিরোধও করে। নতুন প্রজন্মের কাছে নৈরাজ্য, অরাজকতা, আত্মীয়পোষণ পছন্দ করে না। এবছরের শেষ রেডিও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, তিনদিন পর একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করব। সারাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সদ্য সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলেছে। তিনি নতুন বছরের আগাম দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই দশকের বিষয়ে একটি জিনিস নিশ্চিত যে, একবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া যুবকরা দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এ দিনের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এখনকার যুব সম্প্রদায় একেবারেই অন্য রকম। তাঁরা শতাব্দীর ভাবনা ভাবেন। তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি অনুরক্ত। তাঁরা সবাই এখন অত্যাধুনিক 'জেড' প্রজন্ম। আগামী দশকে এই যুব সম্প্রদায়ই দেশের চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। এখনকার যুব সম্প্রদায় নিয়ম, শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী। হাজারো বিষয় সম্পর্কে তাঁরা খোঁজখবর রাখেন। তাঁদের উপর নিজস্ব মতামতও রয়েছে তাঁদের। এটা একটা বিরাট ব্যাপার।" কন্যাকুমারীতে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের শিলা স্মৃতিসৌধ পেরিয়েছিল বছর শেষ হতে চলেছে। তিনি বলেন, কন্যাকুমারী দেশ ও বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণ কেন্দ্র তৈরি হয়।প্রত্যেকের জন্য যারা দেশপ্রেমে ভরা আধ্যাত্মিক চেতনা অনুভব করতে চায়, এটি তীর্থস্থান, শ্রদ্ধার কেন্দ্র হিসাবে রয়েছে।

প্রবল শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, অসমের পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে তাপমাত্রা নেমেছে ৭ ডিগ্রিতে

হাফলং (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রবল শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়েছে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও। জেলার তাপমাত্রা নেমেছে ৭ ডিগ্রিতে। শীতে জবুথবু নাগরিককুল। ঠাণ্ডার ভয়ে নেহাৎ কোনও কাজ না থাকলে কেউ তাঁদের ঘর থেকে বের হওয়ার সাহস করছেন না। সন্ধে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের রাস্তাঘাট শুনসান।রাত যত বাড়তে থাকে তাপমাত্রা ততই নীচে নামতে শুরু করে।

রবিবার ডিমা হাসাও জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হাড় হিম করা ঠাণ্ডার জেরে বাজারে এখন কয়লা প্রতি বস্তা বিক্রি হচ্ছে ৫৫০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায়। ঠাণ্ডার জেরে বাজারে কয়লার চাহিদা এখন দ্বিগুণ। সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগিয়ে উষ্ণতা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অনেকে।

আবহওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী দু একদিনের মধ্যে ডিমা হাসাও জেলার তাপমাত্রা আরও নীচে নামার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ঠাণ্ডার প্রকোপ আরও বাড়তে পারে বলে দফতরের সূত্রটি জানিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জানা গেছে, গত ১০ বছরে এবারের মতো এত ঠাণ্ডা ডিমা হাসাওয়ে অনুভব হয়নি।

উল্লেখ্য, এক সময় ডিমা হাসাও জেলায় সারা বছর ঠাণ্ডা থাকতো। কিন্তু এখন আর সে রকম ঠাণ্ডা অনুভব হয় না, উষ্ণায়নের বদৌলতে।

এর কারণ অবশ্য অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেন, অবাধে বনাঞ্চল ধ্বংস করে, গাছপালা কেটে ফেলার জেরে ডিমা হাসাও জেলায় গরম মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়েছে। তবে এবার শীতও বেশ জাঁকিয়ে বসায় পাহাড়ের জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তবে আগামী কয়েকদিনে সমগ্র উত্তরপূর্বে শৈত্যপ্রবাহের প্রকোপ আরও বাড়তে পারে বলে আবহওয়া দফতরের সূত্রটি জানিয়েছে।

রবিবার আগরতলায় টাউনহলে একটি অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা ও বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

বিশ্বেশ তীর্থ স্বামীজীর প্রয়াণে শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী -স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কর্ণাটকের পেজাওয়ার মঠের প্রধান শ্রী শ্রী বিশ্বেশ তীর্থ স্বামীজীর পরলোকগমনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উ

প্রধানমন্ত্রী আজ স্বামীজীর মৃত্যুর পরে টুইট করে লেখেন, উডুপীর পেজাওয়ার মঠের শ্রী শ্রী বিশ্বেশ তীর্থ স্বামীজী সর্বদা সাধারন মানুষের হৃদয়ে থাকবেন উ তিনি ছিলেন ধর্মীয় সেবার এক শক্তিশালী উত, যিনি একটানা সমাজের জন্য কাজ করেছেনন। নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, আমি তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ভাগ্য বলে বোধ করছি যে আমি বিশ্বেশ তীর্থ স্বামীজীর কাছ থেকে শেখার অনেক সুযোগ পেয়েছি। গুরু পূর্ণিমার শুভ দিনে আমাদের সাম্প্রতিক সভাটিও স্মরণীয় ছিল। তাঁর আশ্চর্য জ্ঞান সর্বদা আমার সাথে ছিল। তাঁর অনুগামীদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে বলেন, 'বিশ্বেশ তীর্থ স্বামীজী ছিলেন ইতিবাচক চিন্তার অফুরন্ত উত। তাঁর চিন্তা সবসময় আমাদের গাইড করবে। তাঁর মৃত্যু আধ্যাত্মিক বিশ্বের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর অনুসারীদের প্রতি সমবেদনা জানাই। '

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও স্বামীজির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। যোগী আদিত্যনাথ টুইট করেছেন, ' পেজাওয়ার মঠের শ্রী শ্রী বিশ্বেশ তীর্থ স্বামীজী মারা যাওয়ার কথা শুনে দুঃখ পেয়েছি। তাঁর জীবন, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর চিন্তাভাবনা আমাদের সমাজের জন্য সর্বদা অনুপ্রেরণার উত হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, রবিবার সকালে পেজওয়ার মঠের প্রধান শ্রী শ্রী বিশ্বেশ তীর্থ স্বামীজী ৮৮ বতর বয়সে পরলোকগমন করেন উ তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন।

তিনি মণিপালের কস্তুরবা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তবে স্বামীজির ইচ্ছানুসারে মঠের আধিকারিক তাঁকে শনিবার হাসপাতাল থেকে মঠে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি মঠে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে ছিলেন। সেখানেই আজ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উ এদিন সন্ধ্যায় পূর্ণ প্রজ্ঞা বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

ঐক্যফ্রন্টের মিছিলে পুলিশের বাধা, আজ ফের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ২৯।। একাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট ডাকাতির অভিযোগ এনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। রোববার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ সমাবেশ করে তারা।

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে বিকেল পৌনে ৫টার দিকে জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে বের হন ঐক্যফ্রন্ট নেতারা। প্রেস ক্লাবের মোড়ে গেলেই পুলিশ তাদের বাধা দেয়। সেখানে নেতাকর্মীরা এ সরকারের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে স্লোগান দেন।পরে প্রেস ক্লাবের ভেতরে এসে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আ স ম রব বলেন, আমরা কেমন দেশে বসবাস করছি, সেটা আপনারা সবাই দেখছেন। একটা বিক্ষোভ মিছিল করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পুলিশ বাধা দিয়েছে। আজকে এ দেশে কেউ স্বাধীন নয়। সবাইকে সরকার বন্দি করে রাখতে চায়। কিন্তু আমরা এটা হতে দেব না। আমরা আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখব। আজ ৩০ ডিসেম্বর মৎস্য ভবনের সামনে নাগরিক ঐক্যের উদ্যোগে আমরা বিক্ষোভ সমাবেশ করব।

বছরের শেষ রবিবার উপচে পড়া ভিড় শহরের সর্বত্র

কলকাতা ২৯ ডিসেম্বর (হি .স):আর মাত্র তিন দিন।তারপরেই শেষ বছর।আবার শুরু আরেকটা নতুন বছর।আর আজ বছরের শেষ রবিবার। রবিবার ছুটির দিনে উপচে পড়া ভিড় সর্বত্র। জাদুঘর থেকে ভিক্টোরিয়া, চিড়িয়াখানা থেকে কথাতেই বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ।আর তার প্রমাণ রবিবারে কলকাতার রাস্তা।জাদুঘর থেকে ভিক্টোরিয়া। ইকো পার্ক নিকো পার্ক সর্বত্রই উপচে পড়া ভিড়।কেউ বাবা মায়ের হাত ধরে আবার কেউ বন্ধুদের সাথে। শহরবাসীর ঘোরার তালিকা থেকে বাদ নেই পার্ক স্ট্রিট চত্বরও।বড়দিন শেষ হয়ে গেলেও উপচে পরা ভিড় পার্ক স্ট্রিটে ও। ভিড় থেকে বাদ পরেনি মেট্রো- ট্রেনও।বলা যেতেই পারে বড়দিন শেষ তো কি এখনও ফেস্টিভ মুডে শহরবাসী।

গঙ্গাসাগরে সস্ত্রীক রাজ্যপাল জাগদীপ ধনকর, দিলেন পুজোও

কলকাতা ,২৯ ডিসেম্বর (হি .স): গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে এখনও অপেক্ষা বেশ কিছু দিনের উ মেলা শুরুর আগেই গঙ্গাসাগরে হাজির রাজ্যপাল জাগদীপ ধনকরউ সপরিবারে কপিল মুনির আশ্রমে পুজোও দিলেন রাজ্যপালউ মেলার প্রস্তুতি দেখতে রবিবার সকাল ১১ টা নাগাদ সস্ত্রীক সাগরদ্বীপে পৌঁছান রাজ্যপাল উ ২০২০ সালের গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হবে ১০ জানুয়ারি চলবে ১৬ তারিখ পর্যন্তউ তার আগে রবিবার হলদিয়া থেকে উপকূল রক্ষী বাহিনীর হোভারক্রাফট চড়ে গঙ্গাসাগর মেলায় গেলেন রাজ্যপাল জাগদীপ ধনকরউ সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক এবং সুন্দরবন জেলার পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। হোভারক্রাফট থেকে নেমে রাজ্যপাল এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন গঙ্গাসাগরে আসা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গেও। এরপরই সোজা চলে যান কপিলমুনির মন্দিরের ভিতর। কপিল মুনির মন্দিরে প্রবেশের পর বেশ কিছুক্ষণ পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। পুজোও দেন তাঁরা। কপিল মুনির আশ্রম এ পুজো দিয়ে আশেপাশের এলাকা ঘুরেও দেখেন রাজ্যপাল উ রাজ্যপাল সাংবাদিকদের জানান, "কপিল মুনির নতুন মন্দির নির্মাণে রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় তিনি অত্যন্ত খুশি। খুব ভাল ব্যবস্থা করা হয়েছে।" এদিন মেলার প্রস্তুতি ও দেখেন তিনি উ এরপর বেলা বারোটা নাগাদ হোভারক্রাফটে চড়ে হলদিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন রাজ্যপালউ

মেলার জন্য এই বছর কপিলমুনির মন্দির প্রাঙ্গণ নতুন করে সেজে উঠেছেউ মন্দিরের পাশের নাটমন্দিরের দেওয়ালগুলিতে নানান মূর্তিতে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। রঙিন আলো ও ফোয়ারা আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে মেলার মাঠকেউ গরতট জুড়ে জড়ো হয়েছে বাঁশ, হোগলা পাতাউ যা দিয়ে তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী ছাউনিউ এছাড়াও এবার মেলা প্রাঙ্গণে বেশ কিছু নতুন কংক্রিটের রাস্তা তৈরির কাজও চলছেউ যার ফলে পুণ্যার্থীদের সুবিধা হবে। তৈরি করা হচ্ছে স্থায়ী শৌচালয়উ যেগুলি সারা বছর ব্যবহার করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা।

কুকুরদের প্রতি অবহেলা ও ভয়ভীতি দূর করতে ডগ শো

রায়গঞ্জ,২৯ ডিসেম্বর (হি.স): সাধারন মানুষের মধ্যে পশু প্রেম জাগাতে এবং কুকুরদের প্রতি অবহেলা ও ভয়ভীতি দূর করতে রবিবার রায়গঞ্জ শহরে ডগ শোয়ের আয়োজন করল এক পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ওই সংস্থার নাম 'কে নাইন রায়গঞ্জ'। এই সংস্থার উদ্যোগেই মার্চেন্ট ক্লাব ময়দানে আয়োজিত হয় এই অভিনব ডগ শো। এই শো-কে ঘিরে রায়গঞ্জের মানুষের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা যায়।

ডগ শো-তে সাফল্য অর্জন করে উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশের দুই প্রশিক্ষিত পুলিশ কুকুর। তাদের এই সাফল্যের জন্য ট্রফি দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ডগ শোয়ের উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস। আগামী দিনে 'কে নাইন'-এর এই ডগ শো প্রতিযোগিতাকে সর্বত্রভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন চেয়ারম্যান।

রবিবার ছুটির দিনে এই ডগ শোতে উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর জেলা ছাড়াও দার্জিলিং, মালদহ, দুর্গাপুর, আসানসোল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পোষ্য কুকুরদের নিয়ে হাজির হন তাদের মালিকেরা।

সিআরপিএফ জওয়ানরা দেশ, তাদের পরিবারের চিন্তা ও সুরক্ষা সরকার করবে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) সাহস এবং বীরত্বের প্রশংসা করে বলেন, তারা দেশের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের পরিবারের চিন্তা ও সুরক্ষিত রাখে সরকার। রবিবার সিআরপিএফ সদর দফতরের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানদের জন্য একটি পথ গ্রহণ করেছেন যে আপনি দেশকে রক্ষা করুন, আপনার পরিবারের চিন্তা এবং সুরক্ষা আমরা করব। আমরা জওয়ানদের পাশাপাশি তাদের বাবা-মা, স্ত্রী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রতিটি জওয়ানকে এ জাতীয় স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এইমসের সহযোগিতায় এই স্কিম নিয়ে কাজ শুরু করছে।

তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি সিআরপিএফের কার্যকারিতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। সিআরপিএফ কেবল বিশ্বের বৃহত্তম সশস্ত্র বাহিনীই নয়, বিশ্বের সাহসী বাহিনীও।

আমরা যদি এর ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে বলা যেতে পারে যে ২১৮৪ সিআরপিএফ জওয়ান ভারত মায়ের সুরক্ষা ও সম্মানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন।তিনি বলেন, ১৯৫৯ সালের ২১ অক্টোবর কেবলমাত্র সিআরপিএফের ১০ জন সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে ত্যাগ স্বীকার করেন। সুতরাং ২১ অক্টোবর পুলিশ স্মরণ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ত্রিপুরা হোক বা পঞ্জাব, প্রতিবেশী দেশটি আমাদের দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে এবং আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, আজ এই কথা বলতে দ্বিধা নেই যে এই দুটি রাজ্য থেকে সন্ত্রাসবাদ পুরোপুরি নির্মূল হয়েছে, সিআরপিএফ এতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

তিনি বলেন, দেশে যদি কোনও ধরণের দাঙ্গা হয়, তবে সেগুলিও সিআরপিএফ নিয়ন্ত্রণ করে।

যদি কোনও নকশাল-প্রভাবিত অঞ্চল থাকে, যেখানে সরকার দ্বারা উন্নয়নের বিরুদ্ধে উ পজাতি বিভাগগুলিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়, সেখানেও সিআরপিএফও রয়েছে। তিনি আরও বলেন, সিআরপিএফ সদর দফতরে যখন সমস্ত সুযোগসুবিধা সজ্জিত হয়ে উঠবে।

ঠাণ্ডায় জবুথবু মেঘালয়-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বরফ বৃষ্টি শিলঙে, পারদ নেমেছে মাইনাস ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত

শিলং (মেঘালয়), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঠাণ্ডায় জবুথবু মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ-সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল। কুঁকড়ে যাচ্ছেন অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং-সহ মেঘালয়ের নগরিককুল।

মেঘালয়ের শিলঙের গোল্ফক্লাব-সহ প্রায় প্রতি এলাকা ভোরের দিকে বরফে আচ্ছাদিত থাকে। পূর্ব খাসি জেলার শিলং-জোয়াই রোড সংলগ্ন মাওবরথুন এলাকার অবস্থাও তথৈবচ। শুক্র, শনি ও রবিবার রাতে এখানকার তাপমাত্রা এক ধাক্কায় নেমে যায় মাইনাস (-) ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এখন পর্যন্ত মরশুমের সব থেকে শীতলতম রাত কাটিয়েছেন এখানকার বাসিন্দারা। শিলঙের বাসিন্দারা বলছেন, তীব্র শীতের কারণে এ সব জায়গায় জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়েছে। মেঘালয়ের একটা বড় অংশ এখন কুয়াশার ঘন চাদরে ঢাকা। তবে গত দুদিন মেঘাচ্ছন্ন থাকার পর রবিবার দিনের বেলায় সূর্যদেবতার দেখা মেলায় খানিকটা স্বস্তি পেয়েছিলেন বাসিন্দারা। কিন্তু বিকেল গড়াতে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। শিলঙের গল্ফক্লাব, শিলং-জোয়াই বা শিলং-চেরাপুঞ্জি সড়কের ওপর শনি ও রবিবার রাতে ছয় থেকে আট ইঞ্চি বরফের স্তর পড়েছে।

রাজ্যের রাজধানী শিলং এলাকা প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়েছে। সাম্প্রতিককালের অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের তাপমাত্রা দ্রুত নিম্নমুখী। তীব্র শৈত্যপ্রবাহ চলছে এবং এই তীব্র শৈত্যপ্রবাহ অন্তত আরও দু-তিনদিন অব্যাহত থাকবে, জানিয়েছে রাজ্যের আবহাওয়া দফতর।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় জনজীবন প্রায় থমকে যাওয়ার অবস্থা। শৈলশহর শিলঙে দিবাভাগে ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি সেসসিয়াস থাকলেও রাতের দিকে তা নিম্নগামী হতে থাকে ৩ থেকে মাইনা তিনে।মৌসম ভবন সূত্রের খবর, এখানকার তাপমাত্রা আরও কমবে। ঠাণ্ডার সঙ্গে ঘন কুয়াশায় ঘেরা থাকবে এই অঞ্চল। আবহ বিজ্ঞানীদের ধারণা, এবার জমজমাট শীত আরও পড়বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। শীতের বাতাস ধেয়ে আসছে। এই অংশের তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি জম্মু-কাশ্মীর বা সিমলার মতো না-হলেও একেবারে ফেলনার নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিকিম, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরায় অবশ্য শনি ও রবিবার রাত থেকে তাপমাত্রা কমেছে বহু। শীতে জমে গিয়েছেন অরুণাচলের তাওয়াংবাসীও। চিন সীমান্ত লাগোয়া তাওয়াং শহরের তাপমাত্রা মাইনাস ২ থেকে মাইনাস ৩ ডিগ্রির আশপাশে। গভীর রাতের দিকে সেই তাপমাত্রা আরও কমে যায়। ভোরের দিকে জমা জলের ওপর হালকা বরফের স্তর পড়ে তাওয়াঙের উত্তরাংশের কোনও কোনও এলাকায়। সিকিমের পরিস্থিতিও শীতলতম। গ্যাংটকেও বেশ ঠাণ্ডা। এক কথায় গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্রুত নামছে পারদ সূচক।শিলঙের বাসিন্দারা বলেছেন, গত ২০১৭ সাল ছাড়া হাল-আমলে এত ঠাণ্ডা পড়তে তাঁরা দেখেননি। বলেন, শীতের ফলে মানুষজন সোয়েটার-মাফলার বা জ্যাকেট খুলতে পারছেন না। প্রায় সব বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে লোকজন হাত-পা গরম করার চেষ্টা করছেন। খেতে বরফ পড়ায় কৃষকরা মাঠে ফসল বুনতে পারছেন না বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন। রিলবঙের বাসিন্দা রূপম দে পুরকায়স্থ বলেছেন, গত কয়েক বছরে আমরা এ-ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি।

কাছাড়ের কালাইনে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি বোঝাই দুটি লরি আটক

কাটিগড়া (অসম), ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলায় ফের বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অবৈধ বার্মিজ সুপারি। রবিবার সন্ধ্যায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কালাইনে ধরা পড়েছে বার্মিজ সুপারি বোঝাই দুটি লরি। লরিগুলি মিজোরামের ভাইরেংটি থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিল। বাজেয়াপ্তকৃত সুপারিগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশের সূত্র জানিয়েছে। কাটিগড়া থানার ওসি নয়নমণি সিনহা জানান, তিনি নিজে কালাইন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে আটক করেন বার্মিজ সুপারি বোঝাই পিবি ০৬ ভি ০৮৫০ এবং জেকে ২১ বি ৬৫১৯ নম্বরের দুই লরি। গাড়ি চালক সলমন খান, রাম, অজয় শর্মাদের স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ওসি সিনহা জানান, মায়নমার থেকে মিজোরাম হয়ে সুপারিগুলো গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কালাইন আসার পরই পুলিশ তাদের ট্রাক আটক করে। গাড়িগুলির কাগজপত্রও যথার্থ রয়েছে বলে দাবি করেছে চালকরা। তবে গোটা ঘটনার তদন্ত হবে বলে জানান কাটিগড়া থানার ওসি নয়নমণি সিনহা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।